4

কমলাকান্ত-পদাবলি।

ভক্তি ও প্রেম বিষয়ক

৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কৃত

পদাবলি।

৫৮ নং পটলডাঙ্গা পটুয়াটোলা লেন,

শ্রীশ্রীকান্ত মল্লিক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বরাট প্রেসে

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

ভূমিকা।

স্বর্গীয় মহাত্মা বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর ১২৬৪ সালে মহাসিদ্ধ ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত সমস্ত পদাবলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করান। ইহাতে উক্ত মহাপুরুষের কৃত পদ সমূহের পাঠশুদ্ধতা পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। কারণ স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতৃবধুর নিকট হইতে তাঁহার নিজ গৃহ-স্থিত ও স্বহস্ত লিখিত পুস্তক আনাইয়া উহা সংগ্রহ করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদাবলিতে যে সকল রাগ রাগিণী সন্নি-বেশিত করিয়াছিলেন তাহাও রাজসভাসদ্ বিজ্ঞ গ্রাহকগণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমি উক্ত পুস্তক দৃষ্টে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত পদসমূহের পাঠ শোধন করিয়াছি। এই পদা-বলির পাঠ শোধনের উপায়ান্তর না থাকায় এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের অনুমতিতে যে পদাবলি প্রকাশিত হয় তাহার ভূমিকাতে প্রকাশ আছে যে ১২১৬ সালে সাধকচূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় অম্বিকা কাল্না হইতে বৰ্দ্ধমান নগরে আসিয়া স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের প্রসন্নতা প্রযুক্ত রাজসভায় সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠায় মহারাজা তেজশ্চন্দ্র

বাহাদুরের ভক্তি গাঢ়রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় উক্ত মহারাজা তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে গুরু বরণ সম্বন্ধে উক্ত মহারাজার ব্যবহারই তাহার একমাত্র সাক্ষী। উক্ত মহারাজা বর্দ্ধমান রাজধানীর অনতিদূরে কোটালহাট গ্রামে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসের জন্য একটী বাটী প্রস্তুত করাইয়া দেন তদবধি তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেন। উক্ত মহারাজা আরও তাঁহার ইষ্ট সাধনের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও পূজাদির ব্যয় জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী৺শ্যামা পূজার দিন উক্ত মহাপুরুষের বাটীতে বিশেষ ব্যয় বাহুল্য করিয়া উক্ত মহারাজা অতি সমারোহে পূজা সম্পন্ন করাইতেন। এরূপ শুনা যায় যে উক্ত সমারোহে ঐ গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল নিষ্ঠাবন লোকেরা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে যোগ দিতেন। এবং কাহার সহিত কাহারও বৈষয়িক সম্বন্ধে মনোমালিন্য থাকিলেও সেদিন সকলে একত্রে প্রেম করিতেন। স্বর্গীয় রাজকুমার প্রতাপচাঁদ বাহাদুরও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট নির্জ্জনে যাইয়া ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধীয় উপদেশ লইতেন। কোটালহাট গ্রামে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্য গৃহাদি কোন্ সালে নির্ম্মাণ হইয়াছিল, তাঁহার পিতার নাম কি, এবং বাল্যকালে কি অবস্থায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শিতা বিষয়ে বর্দ্ধমান বাসি নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। এরূপ শুনা যায় তিনি এতদূর অভিমান শূন্য ছিলেন যে, তাঁহাকে যে

কেহ অনুরোধ করিবা মাত্র যে কোন সুর ও তালে একটী শ্যামা-বিষয়ক পদ রচনা করিয়া নিজে গাহিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন।

সাধকোত্তম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইষ্ট সাধনে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনুভব করা আমার মত লোকের সাধ্যাতীত। তবে প্রাচীনকালের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের যোগৈশ্বর্য্যের কথা যেরূপ শুনা যায় সেই রূপ ইহাঁরও দুই একটী শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পদাবলিতে আদ্যোপান্ত যে বিবেক স্রোত প্রবাহিত ; তাঁহার কার্য্যেও সে ভাবের বিন্দুমাত্র হ্রাস ছিল না। জনশ্রুতি আছে যে তাঁহার স্ত্রীকে দাহ করিতে যাইয়া যখন চিতা প্রজ্বলিত হয় তখন নিম্নলিখিত পদটী রচনা করিয়া গাইতে গাইতে নৃত্য করিয়াছিলেন।—

কালি সব্ ঘুচালি লেঠা।

শ্রীনাথের লিখন্ আছে যেমন্ ; রাখ্‌বি কি না রাখ্‌বি সেটা॥ ইত্যাদি॥ ১১১ সংখ্যা পদ॥

আরও শুনা যায় যে একদিন স্থানান্তর যাইতে যাইতে পথে রাত্রি হওয়ায় ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা নামক মাঠে তাঁহাকে দস্যুগণ অতি ভীষণ রবে আক্রমণ করে। যমের হাতে নিস্তার আছে তথাপি সেকালে দস্যুর হাতে কোনমতে নিস্তার ছিল না ; ইহা জানিয়াও তাঁহার পরমানন্দের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই ! সে সময়েও তিনি মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়া মহানন্দে নিম্নলিখিত পদটী রচনা করিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিয়াছিলেন।—

আর কিছু নাই শ্যামা ! তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনেছি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেব হলাম সাহস ভাঙ্গা॥
ইত্যাদি ৮৪ সংখ্যার পদ॥

তাঁহার করুণরসাশ্রিত পদ শ্রবণে মূঢ় দস্যুগণও বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদানত হইয়া দুর্ব্যবহারের জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি "বাপু তোমরা বাটী যাও" ইত্যাদি মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসেন।

বর্দ্ধমান নিবাসী প্রবীন নিষ্ঠাবান লোকদিগের নিকট শুনা যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় শঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্থ হইলে মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর তৎসংবাদে অতি ব্যাকুলান্তঃকরণে তাঁহাকে দেখিতে গিয়া মৃত্যু আসন্ন জানিয়া গঙ্গাতীরস্থ হইবার জন্য বিশেষ অনুনয় বিনয় করিলে তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত পদটীর দ্বারা তাঁহাকে উত্তর প্রদান করেন।

কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে, বিমাতার কি স্মরণ লব ॥

বড় দুঃখের বিষয় এই পদটীর এই টুকুর অতিরিক্ত আর পাওয়া গেল না।

"গুরুদেব গঙ্গাপ্রপ্ত হইবেন না" এইরূপ সামান্য লৌকিক মোহভাব বশতই হউক আর লোকাচার বিরুদ্ধ জন্য শ্রুতি-কটু বশতই হউক মহারাজা অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহারাজার এইরূপ ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পরদিন মধ্যাহ্ন কালে আসিতে বলেন। মহারাজা যথাসময়ে উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি পরমার্থ বিষয়ক সংক্ষেপে কতক গুলিন উপদেশান্তর তৃণসয্যার অনুমতি করেন। মহাপুরু-ষের দেহ ত্যাগের সময় তৃণসয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর

স্রোত সবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মহারাজা ও তৎসঙ্গী সাধারণে পরম চরিতার্থ হইয়াছিলেন।

পরমভক্ত স্বর্গীয় নিলাম্বর, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মহাসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গে সমান তুলনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃত নিম্ন লিখিত পদে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

মায়ের প্রজা হও রে! আসি।
মায়ের সমভাব, নাই কমি বেসি॥

রামপ্রসাদ এক পাটা পেয়ে, মহত্ত্রাণ করেছে কাশী, কমলাকান্ত ভেক্ নিয়েছে, শ্যামা ভাবছেন বোসে, আবার কোথায় পাব কাশী॥

নরেশচন্দ্র জোর করিয়ে, হরের ধন লয়ে শ্মশানে আছে বসি।

ভোলানাথের ভয় হয়েছে, নরেশচন্দ্র কল্লে আবার নূতন কাশী॥

নিলাম্বর ভেকিয়ে ভেকিয়ে, মন করেছে উদাসী। যে ধনের প্রার্থনা করি, এরা তিন জনে করেছে কসাকসি।

সূচীপত্র।

অশুদ্ধি সংশোধন।

পৃষ্ঠা	সংখ্যা	পুঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৫	২	খুচিল	ঘুচিল
৫	১৪	৩	সহশ্র	সহস্র
৯	২৫	৪	ইান্দ্রদি	ইন্দ্রাদি
১৪	৪০	৩	ক্রোশেক	ক্রোশ
২০	৫৮		তাক	তাল
২৪	৭০	১	তোমায়২	তোমায়
২৫	৭২	৪	ভবমোচিণী	ভবমোচিনী
ঐ	৭৩	৩	পাবণী	পাবনী
২৬	৭৬	১	আমার	আমায়
২৯	৮৩	৫	করে	করের
ঐ	৮৫		একতাত	একতালায়
৩০	৮৭	৫	তিভুববনে	তিভুবনে
৩১	৮৯	৪	পাঁচসে	পাঁচে
৩৪	৯৮	১	দোষে	দোষ
৩৬	১০১	২	প্রমোহিণী	প্রমোহিনী
৩৯	১১২	৬	বাঁছে	বাঁচে
৪৯	১৩৯	৩	পরেছে	পড়েছে
৫০	১৪১	৬	কালকামিণী	কালকামিনী
৫৫	১৫৫	৩	নিনাদিণী	নিনাদিনী
৫৭০	১৬০	৫	কমলাকান্তেরে	কমলাকান্তের
৬৩	১৭৯	৩	ভ্রামাও	ভ্রমাও
৬৬	১৮৬	২	সম্বর	সম্বর
৬৮	১৯১	১	পাইল	পলাইল

পৃষ্ঠা	সংখ্যা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯	১৯৪	৬	কমলবাসিণী	কমলবাসিনী
৭১	২০২	৫	আনলে	অনিলে
৭৩	২০৬	১	কাস্ত	কান্তি
৭৫	২১৪		রাগিণী	রাগিণী
৭৬	২১৬	৯	নন্দিমী	নন্দিনী
৭৯	২২২	৭	পীতল	শীতল
৮৩	২২৮	১	চাদমুখ	চাঁদমুখ
৮৪	২৩২	৪	তনরা	তনয়া

শ্রীশ্রীহরি

শরণং।

অথ পদাবলী।

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

দীনে তারিতে, দয়াময়ী নাম ধর, গো ও জননি॥

অতিশয় দুরাচার, অন্য গতি নাহি যার, তারে নিজ গুণে করুণা বিতর॥

চৈতন্য রূপিণি, চিদানন্দ স্বরূপিণি, কালি, জননি কিঞ্চিত যদি নয়নে হের॥

কমলাকান্তের এই, নিবেদন কৃপাময়ি, হেমা অনুগত তনয়ে সম্বর, গো॥ ১॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ তেতালা।

মা! চরণারবিন্দে হরমোহিনি, রাখিও করুণয়া গিরি তনয়ে॥

মায়াতে মোহিত আমি, পতিত পাবনী তুমি, হর তম মম বিষয়ে॥

সংসারার্ণব তারণ তরণী, চরণ চরম সময়ে। কাল কলুষ কলি কল্বিষ নাশিনি, করুণাম্বুরু অভয়ে॥

ত্রিভুবন জননি, জন্ম প্রতিপালিনি, সংহারিণি প্রলয়ে। কমলাকান্ত কৃতান্ত বারিণি, নৃপতেজশ্চন্দ্র সদয়ে॥ ২॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

মা! আমারে তারিতে হবে, আমি অতি হীন দুরাচার।
না ভাবিয়া কারণ মজিলাম ভবে॥
পতিত দেখিয়া যদি, না তার ভব জলধি, পতিতপাবনী নামে কলঙ্ক রবে॥
কমলাকান্তের মন! বিষয় না ত্যজ কেন, বৃথা জনম মম ধিক্ মানবে॥ ৩॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

কি আগো শ্যামাসুন্দরি মন মোহিলে।
অপরূপ দেখ ভূপ বামা কে সমরে॥
ষোড়শী মনসি নিবসন্তে বামা, গুণময়ি গুণে বান্ধিলে॥
কমলাকান্ত তিমির কুল আকুল, দিবানিশি সম করিলে। কিমপর সুরগণ, হরিলে হরের মন, চরণ হৃদয়ে ধরিলে॥ ৪॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ তেতালা।

কেনে মন ভুলিল, শ্যামারূপ হেরিয়ে, আমিত কিছুই না জানি॥
ধন পরিজন, সুখ বাসনা যত, আমার খুচিল হেন অনুমানি॥
সহজে উলঙ্গ অঙ্গ, নাহি সম্বরে, বামা সজল জলদ তনুখানি।
না জানি কি তন্ত্র মন্ত্র গুণ জানে বামা, কি গুণে স্ববশ করে প্রাণী॥
যদি মন চিন্ত্য, চারু চরণাম্বুজ, সে ধন লইল শূলপাণি।
কমলাকান্ত কিঞ্চিত মন আশা, কালী নামামৃত মধুরস বাণী॥ ৫॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ তেতালা।

কালরূপ হেরে নয়ন জুড়ায় রে, আরে ও নবীন জলদ॥
মরি মরি সুন্দরী, শ্রীবদন হেরি হেরি, তিমিরারি তিমিরে মিশায় রে॥

কমলাকান্তের অন্তরে ওরূপ জাগে, দিবানিশি পাশরিলে পাশরা না যায় রে॥ ৬॥

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

ইন্দীবর নিন্দি তনু সজল জলদ জিনি কায়া।
নীলাম্বুজ নীল মরকত হিমকর দিনকর কিবা হরজায়া।।
অঞ্জন দলিত স্থগিত জঘনা, যেন অপরা কুসুম সম নীলকায়া॥
কমলাকান্ত আশ মম মানসে, শীতল চরণ যুগল ছায়া॥ ৭॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ তেতালা।

শ্যামা আজু ধীর, কলেবরে নৃত্যয়ি মম হৃদয়ে মা গো।।
নূতন জলধর, রূপ মনোহর, দোলিত মন্দ সমীরে গো।।
বিগলিত কুন্তল, জ্বলে ভালে বিধু, ভূষণ নর কর শির।
ত্রিপুরারি তনু তরণী অবলম্বনে, সুধাময় সিন্ধু গভীরে গো।।
তরুণ-বয়সি তরুণ-শিব সঙ্গে, পুলকিত শ্যামা শরীর।
কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি, বরিষয়ে আনন্দ নীর॥ ৮॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ তেতালা।

বামার বয়স নবীন। না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ॥
সুচারু অঙ্গেরি শোভা কটিতট ক্ষীণ। সুরাসুরগণ মাঝে বসন বিহীন॥
বুঝি এলো দয়াময়ী হইয়ে কঠিন। চরণে ত্যজিব তনু আজি শুভদিন। তনু দিয়া তরে কত শত ক্রিয়াহীন। কমলাকান্তের হরে মনের মলিন॥ ৯॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

কেহ কি আপনার আছেরে, শ্যামাধন মিলায়ে দেয় আমারে। তেজিয়া তনুর আশা, প্রাণ দিয়ে তুষিব তাঁরে॥

আমি ত ইন্দ্রিয় বশে, ভুলে আছি মায়া পাশে, এমন সুহৃদ কেবা মনো দুঃখ কব কারে॥

মন রে! ইন্দ্রিয় রাজ, এ নহে অন্যের কাজ, কমলাকান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে॥ ১০॥

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

তনুতরি ভাসিল আমার, ভব-সাগরে॥

মনরে সুজন নেয়ে, সাবধানে যাও বেয়ে, দেখ যেন ডুবাইও না পাথারে॥

দশেন্দ্রিয় দাঁড়ি তায়, কুপথে তরণী বায়, যতনে দমনে রাখ সবারে॥

কালী নামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল, বেয়ে দে ভাই, সুধাময় সমীরে॥

কামাদি জগাতি ছয়, মহামন্ত্রে কর জয়, পথে যেন বিড়ম্বনা না করে। কমলাকান্তেরে লয়ে, কালী নামের সারি গেয়ে, সুখে চল সদানন্দ নগরে॥ ১১॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জলদ্ তেতালা।

তুমি কার ঘরের মেয়ে কালি গো! আপনার রঙ্গরসে মগনা আপনি॥

কে জানে কেমন তব, রূপ নিরুপম, নিরখিয়ে না বুঝি মা! দিন কি যামিনী॥

দলিত অঞ্জন জিনি, চিকণ বরণ খানি, না পর অম্বর হেমমণি। আলিয়ে চিকুর পাশ, সদাই শ্মশানে বাস, তথাপি যে মন ভুলে কি লাগি না জানি ॥

পুরুষ রতন এক, চরণাভিরত দেখ, তাঁর শিরে জটাজূট ফণি। তুমি কে তোমার ওকে, হেরি অসম্ভব লোকে, হেন অনুমানি যে ত্রিদশ চূড়ামণি ॥

অশরণ শরণ, জগত মনোরঞ্জন, অতি ধন চরণ দুখানি। কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ, তব রূপে আলো করে গগন ধরণী ॥ ১২ ॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

কত রঙ্গ জান গো শ্যামা!

সুমতি কুমতি গতি, তুমি সে কারণ ॥

প্রকৃতি পুরুষাকারে, নিরঞ্জনী নিরাধারে, যেরূপে যে জনা ভাবে, সে পাবে তেমন, গো ॥

কমলাকান্তের মনে, কে আছে তারিণী বিনে, যা কর আপনার গুণে, লইলাম শরণ ॥ ১৩ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

তোমার গুণ তুমি জান, আর কে জানে, গো!

কিঞ্চিৎ জানে অনাদি, সদাশিব শরণ লইল চরণে ॥

বিধি চতুরানন, সহস্রবদন, হরি তব গুণ যশ কথনে।

তথাপি নখর সীমা মহিমা না পাইয়ে; দীনসুত কোন গণনে ॥

ত্বং বিষ্ণু মায়া বিশ্ব বন্ধন কারণ, বিষ্ণুময়ী বিশ্ব পালনে।

কমলাকান্ত আরাধিত তব পদ, ভবজলনিধি তরণে ॥ ১৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ বাহার। তাল জলদ্ তেতালা।

ওগো তারা সুন্দরি! তব যশ শুনি কত, ভরসা আমার মনে।
অশেষ পাতকী জনে, তুমি তার নিজ গুণে॥
কদাচিত ভ্রম ভয়, যদি তব নাম লয়, তবে তার কি করে শমনে।
দূরে তজি অপচয়, সদা নিত্যানন্দ ময়, সেই জীব শিব সম, ভ্রম বিনে॥
এ বড় বিষম কাল, প্রবল সে রিপুজাল, ইথে গতি হইবে কেমনে।
দেখি ভব বিড়ম্বন, কমলাকান্তের মন, হৈয়া ভীত অনুগত শ্রীচরণে॥১৫॥

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল তিওট্।

শ্যামা নামের মহিমা অপার, কেনে মন! মিছে ভ্রম বারে বার, রে মন!॥
চঞ্চলরে মানসা মধু আশে, অভয় চরণ কর সার, রে!॥
মন রে সুকৃতি বট, সদা শ্যামা নাম রট, রে অনায়াসে নাশ ভব ভার। কমলাকান্তের মন! মিছে ফেরে ফের কেন, কালী বিনা কে আছে তোমার, রে॥ ১৬॥

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল তিওট্॥

সংসার জলনিধি অনিবার, তরণী শ্যামাপদ কর সার, রে মন॥
দুরিত ভবার্ণব পারাবারে, শ্রীগুরুদেব কর্ণধার, রে॥
ভুলেছ কি ভ্রান্তিবশে, দিন গেল মিছে আশে, মন! না চিন্তিলে হিত আপনার। নিয়ত চঞ্চল তুমি, যন্ত্রণা ভাজন আমি, অনুচিত তোমার বিচার॥
মন রে! মিনতি রাখ, কালী কালী বলি ডাক, মন! অনায়াসে

হবে ভবে পার। কমলাকান্তের ইহকালে পরকালে, কালী বিনা গতি নাহি আর, রে ॥ ১৭ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জলদ্ তেতালা ॥

তুমি আর কেন কর বিষয় বাসনা রে ॥

মিছে কাজে গেলো দিন, দিনে দিনে তনু ক্ষীণ, দূর কর মনের বাসনা রে ॥

চারি পাশে মায়াজাল, কেশাগ্র ধরিয়ে কাল, ইহা তুমি জানিয়ে জাননা। কমলাকান্তের কাছে, এখন উপায় আছে, কালীভাব পূরিবে কামনা রে ॥ ১৮ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্ তেতালা ॥

কেমনে তরিব বল, ওদুটি চরণ বিনে।

ভয়ে চিত কম্পিত, বারে হের ত্রিনয়নে ॥

আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, ভরসা করেছি তব কৃপাময়ী নাম শুনে ॥

অপার বিষম ভবে, তোমা বিনা কে তারিবে, কমল চকোর লোভে, শ্রীচরণ সুধাপানে ॥ ১৯ ॥

রাগিণী সুরট। তাল জলদ্ তেতালা ॥

মন! ভ্রম কেন মিছা, মায়াময় মধু আশে।

দেখনা! করুণাময়ী, সুধাংশু বরিষে ॥

ত্যজিয়ে সঞ্চিত রত্ন, কাঁচ উপার্জ্জনে যত্ন, একি ভ্রান্তি সুধা ভ্রম, কালান্তক বিষে ॥

অতুল চরণারবিন্দ, তাহে কত মকরন্দ, অন্ধসম না দেখ অলসে। তুমিত সুকৃতি বট, তবে কেন কর্ম্ম নট, কালীরট কমলাকান্তের উদ্দেশে ॥ ২০ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল একতালা॥

নয়ন! কি দেখরে বাহিরে, তুমি আগে দেখ আপনারে।
এখনি জুড়াবে তনু, রে প্রবিশ অন্তরে॥
তড়িত জড়িত ঘন, বরিষে আনন্দ ধন, সতত ষোড়শী শশী অমিয় বিতরে। সে রসে বিরস কেন, কর রে আমারে॥
রবি শশী এক ঠাঁই, দিবস রজনী নাই, বিনাশে নিবিড় তম, নিবিড় তিমিরে। কমলাকান্তের আঁখি! এমন দেখেছ কোথারে॥ ২১॥

রাগিণী মল্লার। তাল একতালা।

দেখ না! সমর আলো করে কার কামিনী।
কেরে সজল জলদ জিনিয়ে কায়, দশন মধ্যে দামিনী॥
আলিয়ে চাচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাশ, অট্ট হাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘন তনু ঘেরি কুমুদ বন্ধু, অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু, মলিন একোন মোহিনী॥
একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নিরব, কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজ গামিনী॥ ২২॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল ঢিমা তেতালা।

ও নব রূপসী ঘন শ্যামা, মরি রে সকল গুণধামা, নয়ন ভুলেছে মন বেন্ধেছে বামা কেরে॥
কে বলে উহারে কালো, ত্রিভুবন করেছে আলো, আমরি অকলঙ্ক ষোড়শী বামা॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুমানি, সুচঞ্চল সৌদামিনী, ক্ষণে নীল কাদম্বিনী,

মহেশ-উরসি। কমলাকান্তের মন, নিগমন শ্যামারূপে, ভুবনমোহিনী মুক্তকেশী বামা ॥ ২৩ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল ঢিমা তেতালা।

শ্যামা আমার কালো কে বলে, আরে মন! কি বল।
ঘোর রূপে ঘোর তিমির নাশে, কাম রিপু অমনি ভুলিল, রে ॥
কালীরে অনন্ত রবি শশী তেজ, আরে কোটি ইন্দু সমান শীতল।
কমলাকান্ত ওরূপ হেরিয়ে নাহি দেখে সমতুল, রে ॥ ২৪ ॥

রাগিণী ঝিঝিট্। তাল ঢিমা তেতালা।

মন প্রাণধন সব বস। আমার শ্যামা পরমা পরম শিবমোহিনী। মম হৃদি সরোরুহে সতত নিবস, মা! ॥

সুধাময় শ্যামাতনু, অজ্ঞান তিমির ভানু, সে জন কেমন যার হৃদয়ে প্রকাশ। ইন্দ্রাদি সম্পদ তাঁরে অতি উপহাস, গো! ॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র অজ, সেবি তব পদাম্বুজ, যার যে বাঞ্ছিত লভে, মন অভিলাষ। কমলাকান্তেরে তার, তবে জানি যশ, গো! ॥ ২৫ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঢিমা তেতালা।

তারা! মম মানস ভৃঙ্গ, ভ্রময়ে বিফলে।
কদাচ না রয় গো! মন চরণ কমলে ॥

আমি কি করিব বল, গুণে বান্ধিলে, হে মা গুণময়ি! সকল, কি ক্ষতি তোমার, গো তারা! তনয়ে হেরিলে ॥

কমলাকান্ত সুতে, অতি দুরিতে, হে মা! কুরু কৃপা পতিতে, কেমনে তরিব ভবে, তুমি না তারিলে ॥ ২৬ ॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

তারা বল কি হবে বিফলে দিন যায়, মা ! ॥

মন যে চঞ্চল অতি নিষেধ না মানে, তবে আমি কি করি উপায়, গো ! ॥

বিষয়ে আবৃত মন, ভ্রময়ে অকারণ, সদা সুত দারা ধন, আরাধিতে চায়। কমলাকান্তের চিত, সদা উন্মত্ত, শ্যামা ! মা যদি রাখ রাঙ্গা পায়, গো ! ॥ ২৭ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্। তাল জলদ্ তেতালা।

তোমা বিনা কে আছে আমার, গো শ্যামা !।

মন দুঃখ কারে কব, কিসে প্রাণ জুড়াব, মা ! ॥

বিষয় প্রমোদে, ক্রিয়া অনুরোধে, উভয় সঙ্কট অতি ভার ॥

প্রমত্ত অনিত্য কাজে, অলস চরণাম্বুজে, কাম ক্রোধ লোভ মোহে, ভ্রমি অহঙ্কারে। রিপু পরিবারে, দুরিত বিস্তারে, তেঁই মন হলো দুরাচার ॥

কমলাকাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে, মা ! মোরে ভবার্ণবে করিবে নিস্তার। অকরণ করণ শঙ্করী সব কারণ তেঁই পদ করিয়াছি সার ॥ ২৮ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঢিমা তেতালা।

মা ! আমি গো তোমারই অকৃতি তনয়, আমার গুণাগুণ সম্বর হরসুন্দরি। বঞ্চনা অধীন জনে উচিত না হয়, মা ! ॥

মূঢ় জ্ঞানি অচেতন, আরাধিতে মম মন, মা ! অভয়া চরণে মন, কদাচ না রয় ॥ ২৯ ॥

কমলাকান্তের মনে, এই আশা নিশি দিনে, মা হয়ে কি অকিঞ্চনে, না হবে সদয় ॥ ২৯ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্। তাল একতালা।

এতদিনে জানিলাম দয়াময়ী কালী, গো;
কাতর দেখিয়ে দীনে দরশন দিলি, মা! ॥

এই মনে ছিল ভয়, আমি অতি দুরাশয়, অধম দেখিয়ে জগতে রাখিলি, গো! ॥

কমলাকান্তের বাণী, হেন মনে অনুমানি, বুঝি শ্রীনাথের কথা, সফল করিলি, মা! ॥ ৩০ ॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল ঢিমা তেতালা।

শ্যামা রূপে নয়ন ভুলেছে।
অতি নিরুপম রূপ চিকণ কাল তেঁই ॥

তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন, হৃদয় মাঝারে রেখেছে ॥

শশী ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী, নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী, এসেছে। হারাইয়ে নিজ মণি, ব্যাকুল হইয়া ফণি, রূপ নিরখিয়ে রয়েছে ॥

হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু, বিরহিনী হয়ে শরণ লয়েছে। ওরূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি, কমলে প্রকাশ করেছে ॥ ৩১ ॥

রাগিনী কালাংড়া। তাল ঢিমা তেতালা।

কেরে বামা! হর হৃদিপরে নগনা।
আনন্দে নাচিছে কত বাজিছে বাজনা ॥

ভুবন আলো নীল চান্দে, মুক্তকেশ নাহি বান্ধে, আপনার রঙ্গরসে, আপনি মগনা ॥

কে কোথা দেখেছ ভাই, নয় বশ এক ঠাঁই, চঞ্চল কি ধীর, কিছু জানা গেল না। কালো কি উজ্জ্বল তনু, শশী কি নির্ম্মল ভানু, ওরূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা॥

বিধু মুখে মৃদু হাসে, সদা সুধানন্দে ভাষে, হেরিলে না রহে যম জনু যাতনা। ওরূপ অন্তরে রাখি, হৃদয় মাঝারে দেখি, কমলাকান্তের এই মনের বাসনা॥ ৩২॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

শিব হৃদে নাচিতে নাচিতে, চিকুর এলুলো।
প্রেমাবেশে শ্যামাতনু অবশ হইল॥

কেরে অকলঙ্ক বিধুমুখী, সুধাপানে অতি সুখী, নিরখি জীবন জুড়ালো। আসব অলসে শ্যামার বসন খসিল॥

সুধাময় সিন্ধু শিব উরে, অখণ্ড আনন্দ নীরে, সুখের তরণী ভাসিল। হেরিয়ে নয়ন মন, ভুলিয়ে রহিল॥

একি অপরূপ নিরুপমা, নিরঞ্জনী নিরাকারা, নিজ গুণে প্রকাশ হলো। কমলাকান্তের মনস্কামনা পুরিল॥ ৩৩॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

রঙ্গিনী রণমাঝে, বিহরে শ্যামা, গো!॥
রতন নূপুর, বাজে সুমধুর, হর হৃদি চরণ বিরাজে॥

বাজী ধরি ধরি, বয়ানেতে পুরে, গরাসে বারণ দারুণ সমরে। সঙ্গে সহচরী, নাচে দিগম্বরী, রণ জয়ী মাদল বাজে॥

নব জলধর, বরণ সুন্দর, ধরণী চুম্বয়ে লম্বিত চিকুরে। কমলা-কান্তের, মন মধুকর, মগন চরণ সরোজে॥ ৩৪॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঢিমে তেতালা।

শুনি সুমধুর নূপুর ধ্বনি, শ্রবণে।
হর হৃদিপর নাচে ত্রিগুণ জননী॥
আসব আনন্দ ভরে, নিজ তনু না সম্বরে, বিহরে শঙ্কর উরে শঙ্কর মোহিনী। যেন সুধাসিন্ধু নীরে নীল কমলিনী॥
গগণ ত্যজয়ে বিধু, পিয়ে পদাম্বুজ মধু, শ্রীচরণ নখারুণে হইয়া দশখানি। কমলাকান্তের গতি জলদ বরণী॥ ৩৫॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল জলদ তেতালা।

সদানন্দময়ী সুধানন্দে বিহরে, রে॥
চিন্তামণি অন্তঃপুরে ভ্রান্তি দূর করে॥
মূলাধারে সহস্রারে, হৃদয় পঙ্কজ বরে, আরে ইচ্ছাময়ী তিনধামে, তিন মূর্ত্তি ধরে, রে॥
কমলাকান্তের মন! তুমি তাঁরে চিন্ত অণুক্ষণ, রে! পঞ্চাশদ্বর্ণ সার হার করে পর রে॥ ৩৬॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল কাওয়ালি।

কালীজয় কালীজয় করাল বদনা জয়, হেই মন! বদনে বলনা॥
আমি সদাই তোমার বশে, ভ্রমিতেছি মিছা আশে, একবার আমার মিনতি রাখনা, রে॥
দারাসুত ধন পেয়ে, মিছে উন্মত্ত হয়ে, আপনি আপনায় চেন না, রে! বিনি মাহিনার চাকর হয়ে, ভূতের বোঝা মর বয়ে, এখন চেতন হলো না॥
সংসার পাপের শেষ, সুখের নাহিক লেশ, তুমি তা জানিয়ে জান না। কমলাকান্তের গতি, কঠিন হইল অতি, কেন কর এত বঞ্চনা, রে॥ ৩৭॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

বঞ্চনাতে তোর, আমরি, বাজি হইল ভোর, রে মন!
কালী পদ সুধারসে, না হলি চকোর॥

হইয়াছ দশের রাজা, দমনে না রাখ প্রজা, একি অবিচার দেখি সাধুরে বান্ধে চোর।

কত বা বুঝাব তোরে, আমার কেহ না করে, ভাবিয়ে করেছি সার নামের ডঙ্কা জোর। কমলাকান্তের মন, তুমি মিছা ফেরে ফের কেন, ঘরে থাক মারে ডাক মিনতি রাখ মোর॥ ৩৮॥

রাগিণী জঙ্গলা ঝিঝিট। তাল একতালা।

নিশি জাগিয়ে পোহাও, জননীর গুণ গেয়ে।
কি সুখ চৈতন্য দেহে, অচৈতন্য হইয়ে, রে!

নিদ্রায় কি আছে ফল, মহানিদ্রা নিকট হইল, মন! তখনি মনের সাধ, পূরাবে ঘুমায়ে, রে॥

যদি না ঘুমালে নয়, যোগ নিদ্রা উচিত হয়, শ্যামারূপ সপনে দেখ, নয়ন মুদিয়ে॥

কমলাকান্তের চিত, মিছা সুখে অনুগত, মন! সকল সুখের সুধানিধি, গিরিরাজের মেয়ে, রে॥ ৩৯॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল ...লা।

ওরে কিছু পথের সম্বল কর ভাই।
ঐহিকের যত সুখ হলো হলো নাই নাই॥

ক্রোশেক দুই ক্রোশেক যেতে, গেঁঠে বেন্ধে লও খেতে, এবড় দুর্গম পথে, মাথা কুড়্লে পেতে নাই॥

বাণিজ্য ব্যবসায় এসে, মূলে টানাটানি শেষে, এখন উপায় বল, কল্পতরু মূলে যাই। কমলাকান্তের মন! তথা আছে মহাধন, সকল আশায় দিয়ে ছাই, দৃঢ় করে ধর তাই ॥ ৪০ ॥

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

আমার অসময় কে আছে করুণাময়ি!
ও পদে বিপদ নাশে, নিতান্ত ভরসা ওই ॥

কখন কখন মনে করি, ধন পরিজন, কোথা রব কোথা রবে, সে ভাব থাকয়ে কৈ। মজিয়ে বিষয় বিষে, দিন গেল রিপু বশে, আপনারি ক্রিয়া দোষে, অশেষ যন্ত্রণা সই ॥

সুকৃতি যে জন, সে সাধনে পাবে শ্রীচরণ, অকৃতি অধম প্রতি, কি গতি তারিণী বই। কমলাকান্তের আশ, হইতে চায় মা! তব দাস, কেন হবে মন বশ, আমিত তাদৃশ নই ॥ ৪১ ॥

রাগিণী ললিত যোগিয়া। তাল জলদ্ তেতালা।

শ্যামা যদি হের নয়নে একবার, গো! ইথে বল ক্ষতি কি তোমার ॥
জননী হইয়ে, এত যন্ত্রণা দেখিয়ে, দয়া না করিলে একোন বিচার ॥

আগম নিগমে শুনি, পতিত পাবনী তুমি, আমি যে পতিত দুরাচার। অধম তারণ যশ, যদি মনে অভিলাষ, কমলাকান্তেরে কর পার, গো ॥৪২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

উমে! ত্রাণ দেমা শিবে! ত্রাণ দে।
তৃষিত চাতকী, যেমত নিরখি, নব ঘন তব চরণ গো ॥
আমি দুরাচারি, শরণ তোমারি, নিস্তার এঘোর ভবে।

তুমি জননি, শমন হারিণী, সৃষ্টি স্থিতি সংহারিণী ; হে কঙ্কালে, শশধর ভালে, গিরিজা ভবানী ভবে। জয়া প্রচণ্ডা, শমন দলনী, কমলাকান্ত কৃতান্ত ভয়ে। ত্রাহি মহেশি, বিগলিত কেশি, তরি ভব-রাণি তবে ॥ ৪৩ ॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

এত চঞ্চল হইয়াছ তারা ! কি কারণে বল, মা।
শ্মশানে মসানে ফের মা ! সেখানে কি ফল, গো ॥

তারা মোর নয়নের তারা, ক্ষণে ক্ষণে হই হারা, ক্ষেপা মেয়ে হৃদয় মন্দিরে বসি খেল, গো ॥

না বুঝি কারণ, বাস না সম্বর কেন, তোমার তিলেক অবসর নাই মা ! বান্ধিতে কুন্তল, গো ॥

কমলাকান্তের এই, কথা রাখ কৃপাময়ি ! তোমার গুণে বান্ধা নির্গুণ পালঙ্কে বসি দোল, গো ! ॥ ৪৪ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ তেতালা।

আজু কেন লোল রসনা বিবসনা শবাসনোপরে, হর উরে কি কর জননি। গলিত অম্বর কেশ, ধরেছ মা কেমন বেশ, পদভরে কম্পিতা ধরণী ॥

নর কর শির হার, একি তব অলঙ্কার, কি কারণে না পর অম্বর হেমমণি। ত্যজি মণিমন্দির, কেন মা শ্মশানে ফের, উন্মত্তা যেন পাগলিনী ॥

ক্ষণে ক্ষণে হুহুঙ্কার, ধরাতে না সহে ভার, কম্পিত হয়েছে সহ করি কূর্ম্ম ফণি। কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি, হর উরে ধীরে ধীরে নাচ, গো জননি ! ॥ ৪৫ ॥

রাগিণী ললিত যোগিয়া। তাল জলদ তেতালা।

শ্যামা মা! নয়নে নিবস আমার, গো!।

লোকে জানে অঞ্জন রেখা, নবঘন ওরূপ তোমার, গো! ॥

ত্যজ গো চঞ্চল বেশ, নিবস নয়ন দেশ, অচঞ্চল হইয়ে একবার।
কমলাকান্তের আশা পূরয় শঙ্করি, তবে জানি মহিমা তোমার, গো! ॥ ৪৬ ॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মারে বল কালো ॥

যদি কালো বটে, তবে কেন ভুবন করে আলো ॥

মা মোর কখন শ্বেত কখন পীত, কখন নীল লোহিত, রে! আমি জানিতে না পারি জননী কেমন, ভাবিতে জনম গেলো ॥

মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ, কখন শূন্য মহাকাশ রে, আরে কমলাকান্ত ওভাব ভাবিয়ে সহজে পাগল হলো ॥ ৪৭ ॥

রাগিণী ললিত যোগিয়া। তাল জলদ তেতালা।

করুণাময়ি! কাতরে কিঞ্চিত কৃপালেশং কুরু, পরিহরি মম দুরিত মশেষং ॥

অনুগত প্রণত জনং প্রতিপালয়, বারয় বিপদ বিশেষং ॥

নাশয় মানস তিমির তমং, শিবে! বিলসয় হৃদয় নিবাসং।

কমলাকান্ত ভ্রান্তি চ দূরয়, পূরয় মন অভিলাষং ॥ ৪৮ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

চরণ দুটি তোর, গো শ্যামা! তারণ কারণ কলি ঘোর।

দশনখ চন্দ্র নিরখি পরম সুখী, মানস মম চকোর ॥

অশরণ শরণ, ভকত মনোরঞ্জন, মদন দহন মনচোর। কমলাকান্ত নিতান্ত তমস, হৃদি কমল নির্ম্মল কর মোর, গো! ॥ ৪৯ ॥

রাগিণী মুলতান। তাল জলদ তেতালা।

কেহ না সম্ভাষে দাসে, অকৃতি বলিয়ে হাসে, মা! এমন বন্ধন কেন কলি-মায়া পাশে ॥

ধনলোভী পরিজন, সদা লই গঞ্জন, তত্ত্ব চিন্তা পরানন্দ, নাশে অনায়াসে। সতত কুজন সঙ্গ, মম মতি হয় ভঙ্গ, কমলাকান্তের প্রাণী কাঁপে সদা এই ত্রাসে ॥ ৫০ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ তেতাল।

কালি! আজু নীল কুঞ্জ, তেজঃপুঞ্জ লতা শোণিত নূতন মুঞ্জরী। কিঙ্কিণী কলরব, মধুকর গুঞ্জরে, কোকিল বচন সুমাধুরী ॥

মুকুট শিখণ্ডী, শ্রবণ বিহঙ্গী, নাভি সরোজহি পুণ্ডরী। লোচন খঞ্জন, শ্রীবদন ভ্রমরী, পিয়ে মকরন্দ কাদম্বরী ॥

চরণ তমাল ব্যাল দ্বয় নূপুর, শিব রজতাচল তদুপরি। কমলাকান্ত দেখরে পরমাদ্ভুত, শঙ্কর উরুপরে শঙ্করী ॥ ৫১ ॥

রাগিণী পুরবী। তাল একতালা।

শঙ্কর উরে বিহরে শ্যামা রঙ্গিণী।
সৌদামিনী সহিত, সুধাংশু মিলিত, নীল কাদম্বিনী ॥

না বাঁধে চিকুর নাগরে বাস, ও বিধু বদনে মধুর হাস, চিন্তামণি নিলয়ে প্রকাশ, সশিব শিব নিতম্বিনী ॥

তারণ কারণ চরণ যন্ত্র, যে জন না জানে সে জন ভ্রান্ত, ও নিতান্ত শান্ত করে কৃতান্ত, কমলাকান্ত বন্দিনী ॥ ৫২ ॥

রাগিণী খট। তাল একতালা।

তারা-চরণ কর সার, রে মানসা!।
বিষয় বিরলে ত্যজ, কেন মজ মিছা ভ্রমে ॥
এসেছ অসার ভবে, কেন মর মিছা লোভে; ভেবে দেখ তুমি কার, কে আছে তোমার ॥
এ ধন যৌবন পরিজন কি তোর সঙ্গে যাবে, এমন রতন কায়া কোথা রব কোথা রবে। কমলাকান্তেরে যদি এ শঙ্কটে নিস্তারিবে। এখন যতনে রাখ বচন আমার, রে! ॥ ৫৩ ॥

রাগিণী মালকোষ। তাল জলদ তেতালা।

আগো শ্যামা গো! আপনি হয়েছ দিগম্বরী শ্যামা দিগম্বর হরোপরে, মা ॥
এ কেমন পাগলীর বেশ, আলায়ে পড়েছে কেশ, কত মাচ লম্বিত চিকুরে, গো আগো মা ॥
বুঝিলাম ব্যবহার, যত দেখি পরিবার, উন্মত্ত হইয়ে নাচে, বাস না সম্বরে। কমলেরে এই বিধি, নিকটে রাখিবে যদি, তবে দিগম্বর কর মোরে, গো! ॥ ৫৪ ॥

রাগিণী মুলতান বাহার। তাল জলদ তেতালা।

সারদা বিরাজে শ্বেত সরোজে, দেখ রে নয়ন!
কি আনন্দ করুণাময়ী ভুবন মাঝে ॥
বীণাযন্ত্র সুতন্ত্র মঙ্গল ধ্বনি, মধুর মধুর গরজে ॥
গায়তি হরিগুণা, নৃত্যতি প্রমথনা, মণিময় নূপুর বাজে। কমলাকান্ত মগন মন ভ্রমরা, শ্রীচরণ সরোজ রজে ॥ ৫৫ ॥

রাগ বসন্ত। তাল জৎ।

সুতন্ত্রী বীণা বাজয়ি রে, বিহরয়ি মনোহর বেশে।
সুখময় সরোজে ত্রিভঙ্গ তরঙ্গিনী, নৃত্যয়ি তরুণ বয়সে॥
বেণী শ্রেণী ভুজগাবলী নিন্দিত, লম্বিত উরু যুগ অংশে।
লোচনখঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জিত, সিন্দূর তিমির বিধ্বংসে॥
কমলাকান্ত দেখ রে গগণ বিধু, জলজ কমল বিনাশে।
একি পরমাদ্ভুত পদ নখ চন্দ্রে, হৃদয় কমল পরকাশে॥ ৫৬॥

রাগ বসন্ত। তাল ধামার।

কালী কালী কালী তারা বাণী, আরে রটরে রসনা! এ দীন যামিনী॥
ত্রিভুবন জননী, স্থিতি লয় কারিণী, নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মপদ দায়িনী॥
ষোড়শী ভুবনা, ভৈরবী ছিন্না ধূমাবতী মাতঙ্গিনী। বগলা কমলা, ইতি দশবালা, দীনদাস কমলাকান্ত মোচনী॥ ৫৭॥

রাগিণী আড়ানা। তাক জলদ তেতালা।

গিরিরাজ নন্দিনী, অসুর নাশিনী, অভয় দায়িনী, সুরগণে।
তিনলোক পালিনী, মহিষ মর্দ্দিনী, পতিত তারিণী, ত্রিভুবনে॥
অতি গম্ভীর নাদ, বিবাদ সুররিপু, দৈত্য সুত, সব রিপু সনে।
সুরাসুর নাগ নরগণ চরণ সেবিত, সমর ক্ষেত্র সুজঘনে॥
ত্রিগুণ ধারিণী, তুমি তারা ত্রিনয়নী, ত্রিজগত শুভে শুভদায়িনী।
প্রমথ সঙ্গ, বিরাজ ভবভয়, ঘোর তিমির বিনাশিনী॥
কমলাকান্ত পতিতে নিতান্ত, শরণ দেহি শিবে! তব শ্রীচরণে।
শমন দুরন্ত, অতি বলবন্ত, মিনতি অনন্ত, হের তারা! ত্রিনয়নে॥ ৫৮॥

রাগ বসন্ত। তাল ধামার।

ভৈরবী ভৈরব জয় কালী কালী বলি নাচত সমর সুধীর।
সমর তরঙ্গ বিরাজয়ি শঙ্করী, সুখদ বসন্ত সমীর॥
যেই ব্রহ্ম ভূমিপতি ব্রহ্মবধূগণ দেয়ত শ্রীঅঙ্গে আবীর।
সেই তনু শ্যামারূপা যোগিনী সঙ্গে, খেলত রঙ্গ রুধির॥
বিপরীত রঙ্গে, শ্রমজল অঙ্গে, সুধাময় সিন্ধু গভীর।
তরুণ বয়সি তরুণশিব তরিপর পুলকিত শ্যামা শরীর॥
ক্ষিতি তল চুম্বিত কেশ দিগম্বরী, ভূষণ নর কর শির।
কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি, বরিষয়ে আনন্দ নীর॥ ৫৯॥

রাগ বাহার বসন্ত। তাল জলদ তেতালা।

দুটী চরণ সরোজ সরোজোপরে, আসব উনমত, অলি গুঞ্জরে॥
একি অপরূপ প্রফুল্ল পঙ্কজোপরে, ওপদ নখর ছলে, শশী বিহরে॥
কি শোভা যাবক, কি শীতল পাবক, কিবা তরুণ অরুণ আসি উদয় করে। কমলাকান্ত অনুপ রূপ ভূপ, নিরখি পুলকে তনু, নয়ন ঝুরে॥ ৬০॥

রাগিণী কানেড়া বাগেশ্বরী। তাল একতালা।

দয়াময়ি করুণাময়ি দীনে তার, গো কালি!
এ তনু জীর্ণাতরি স্ববশ নয়, ভব তরঙ্গ অনিবার, গো॥
সাজাইয়াছি পাপের ভরা, গমনে হইয়াছি ত্বরা, বিদ্বিত চরণে, যত বাণিজ্য আমার। কমলাকান্তের গতি ঐ তারা নাম, ভরসা ভবার্ণবে ভব কর্ণধার, গো॥ ৬১॥

রাগিণী অহং খাম্বাজ। তাল তাল জলদ্ তেতালা।

অভয়ে দেহি শরণং করুণাময়ি কাতরে, অনুগত জন প্রতিপালিনি, গো॥

ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে, ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনি! গো!

ত্রিভুবন সৃজন পালন লয় কারিনি, শ্রুতি স্মৃতি গতি দায়িনি, গো মা। কমলাকান্ত প্রমোদ প্রদায়িনি, চন্দ্রচূড় হৃদি চারিণি, গো॥৬২॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঢিমা তেতালা।

শঙ্করি শিবে শ্যামে ভীমে উমে ভবানি।
বরদে সারদে আশুতোষ হররাণি॥

দুঃখ হর ভয় হর, রিপু হর স্মর হর, মনোমোহিনি। চরাচর নাগ নর শূর পালিনি, ভবে অম্বিকে, অনুগত সুত বিহিত কারিণি॥

মৃত্যুঞ্জয় হৃদয় চারিণি, শরণাগত কলুষ নাশিনি, কমলাকান্ত হৃদি বিহারিণি॥ ৬৩॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

মানব দেহ পেয়েছিলাম ভবে, তোমার এ তনু তোমারে সঁপিলাম। যা কর জননি আমি অবসর হইলাম॥

অনিত্য সংসার সুখ, তাহে হইলাম বৈমুখ, মান অপমান দুখ, দূরে তেয়াগিলাম॥

কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর, ভাবিয়া চরণাম্বুজে শরণ লইলাম॥ ৬৪॥

রাগিণী মুলতান। তাল জলদ তেতালা।

মা! তব চরণাম্বুজ হেরিয়ে জীবন আছে।
নতুবা যাতনা যত, ইথে কি মানব বাঁচে॥

জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন, বিরত থাকিতে প্রাণ, অকৃতি বলিয়ে তারা, করতালি দিয়া নাচে ॥
কমলাকান্তের আর, কে আছে ভুবন মাঝে, আপনার বলিয়ে আমি, যাব গো মা! কার কাছে ॥ ৬৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা ॥

তারিণী আমার কেমন, কে জানে তাঁরে, যেমন তারা তেমনি ভাল। তুমি অভয় চরণ, ভাব ওরে মন! অনুমানে তার কি কাজ বল ॥

প্রকৃতি পুরুষ অথবা শূন্য, সেই সে সকলি সকলে ভিন্ন, ধন্য ধন্য কে জানে অন্য, ভব যাঁরে ভেবে পাগল হলো ॥

নীল পীত শ্বেত লোহিত বর্ণ, কিরূপ কি গুণ কে জানে মর্ম্ম; সে সহজে প্রবীণা, অতি সুনবীনা, স্বভাব নির্ম্মল কথার কালো ॥

যেরূপে যে জনা করয়ে ভাবনা, সেই রূপে তার পূরয়ে কামনা; দ্বৈতভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ, অনিত্য ভাবনায় কিআর ফল ॥

কমলাকান্ত কি ভাবনা আর, পেয়েছ যে ধন হেলে হবে পার, ওপদে বঞ্চিত যে জনা তার, এ কুল ওকুল দুকুল গেল ॥ ৬৬ ॥

রাগিণী হোসেনি টোড়ি। তাল একতালা।

শ্যামা বিনা আর জুড়াইব কিসে, মন রে! তাপিত প্রাণ।
কলুষ ভুজঙ্গে, গ্রাসিত অঙ্গ, জারিল দারুণ বিষে, রে! ॥
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ, নিবসন রে ও মন! পাইয়াছ শ্রীনাথ আদেশে। তবে কেন মন! ত্যজ এমন ধন, কেবল কপট অলসে ॥
কখন কি হয়, এতনু আপনার নয়, প্রলয় আঁখির নিমিষে। কমলাকান্তের, বুঝিলাম এতদিনে, ঘুচিল মনের দিশে ॥ ৬৭ ॥

রাগিণী খট্। তাল জলদ্ তেতালা।

যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে।
সকলই সফল যদি না ভুলি তোমারে॥

জনম করম দুঃখ, সুখ করি মানি, জলদ বরণী যদি নিরখি অন্তরে, শ্যামা॥

বিভূতি ভূষণ কি রতন মণি কাঞ্চন, তরুতলে বাস কি রাজ সিংহাসন; কমলাকান্ত উভয় সম সাধন, জননি! নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে, গো মা॥ ৬৮॥

রাগিণী অহং মুলতান। তাল একতালা।

কালীর ইচ্ছা যেমন, রে মন! বৃথা কর বাসনা।
মন! তুমি কি করিবে, কোথা পাবে, কালী না পূরালে কামনা॥
জন্মান্তর ক্রিয়া অনুচর, জীবের যে কিছু যন্ত্রণা।
তুমি এই কর মন! ভাব শ্রীচরণ, মহতের এই মন্ত্রণা॥
তুমি যে ভেবেছ দেহ অভিমান, এসকলই তাঁরই বঞ্চনা।
সেই সে কর্ত্রী ধাত্রী হর্ত্রী, আর যত সে বিড়ম্বনা।
কমলাকান্ত মান অপমান, দূরে ত্যজ গুরু গঞ্জনা॥
তুমি ভাব ভব গৃহিনী, ভবানী, না রবে ভবের ভাবনা॥ ৬৯॥

রামপ্রসাদী সুর। তাল একতাতা।

কালী বলে ডাক রে মন! আর ভার তোমায় তোমায় দিক্ না।
তুমি এই কর মন! কথা রাখো, ঘরের বাহির হইও নাকো॥

ঘরে আছে ছজন কুজন, তাদের সঙ্গী হইও না মন! কেবল রসনা রঙ্গিয়া বটে, যত্নে তায় স্ববশে রাখো॥

ভবের যাতনা যত, তনু আছে তার অনুগত, দুঃখ জানে এদেহ জানে, তুমিতো আনন্দে থাকো ॥

কমলাকান্তের হৃদি, কমলে অমূল্য নিধি, আমি আপন বলে তোমায় দিলাম, জ্ঞান-চক্ষু খুলে দ্যাখো ॥ ১০ ॥

রাগিণী কাফি। তাল ঢিমাতেতালা ॥

শিখেছো যতনে যত চাতুরী, মন! হয়েছ আপনি, রিপু আপনার ॥

ধরেছ ভকত বেশ, না দেখি ভকতি লেশ, কদাচ কপট রীত, গেল না তোমার ॥

ওরে মন দুরাচার! তুমি হলে কর্ণধার, ডুবাইতে তরণী আমার। কমলাকান্তের প্রতি, কঠিন হয়েছ অতি, না মজিলে সুধাময়, চরণে শ্যামার, রে! ॥ ১১ ॥

রাগিণী লুম্ ঝিঝিট্! তাল একতালা ॥

দীন, গো জননি! অতি দীন, ওমা! আমি অতি ভজন বিহীন ॥

অসিত সময় শশী, দিনে দিনে যাদৃশী, তাদৃশী হতেছি মলিন ॥

পুরাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল ভাজন, ক্ষণে ক্ষণে পরমায়ু ক্ষীণ। কমলাকান্ত ভরসা ভবমোচিণী, মা! নাম শুনে হয়েছি অধীন ॥ ১২ ॥

রাগিণী অহং মুলতান। তাল কাওয়ালী ॥

করুণাময়ি! দীন অকিঞ্চনে, বারেক হের মা ॥

সদা মগনা সুধানন্দে কালী তনয় ত্রাসিত ভব বন্ধনে ॥

আমি যে শুনেছি তুমি পতিত পাবনী, মা! দয়াময়ী দীন তারণে। কমলাকান্ত ক্রিয়া হীন পতিতে, ত্রাহি কৃপা অবলম্বনে ॥ ১৩ ॥

রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল একতালা ।। .

মনের বাসনা কতদুর, কে জানে।
মন্ পেয়েছে মনের মত, অভয় চরণ হেরিয়ে গো ॥
ঐহিকের যত সুখ, তৃণ করি মানে ॥
ব্রতাদি নিয়ম যত, তাহে নহে অনুগত, কদাচ না হলো রত তীর্থ গমনে। কমলাকান্তের মন, এত উন্মত্ত কেন, চরণ কমল মধুপানে ॥ ৭৪ ॥

রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল ঢিমা তেতালা ।।

ভ্রময়ে মন, তারা ! তোমারই বশে।
এই দেহ যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, ভবগুণে বাঁধা গুণময়ি, হে মা ! আমি দোষি হই কি দোষে ॥
দুর্গম নহে অতি সুধাশ্রয় দুর্গানাম, তাহে কেন তনু অলসে, মা ! দুর্জ্জয় বিষয় কঠিন, কমলাকান্তের মূঢ় মানসা, সদা লোভী সেই বিষে ॥ ৭৫ ॥

রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল ঢিমা তেতালা ।।

তারা ! বল, কি অপরাধে, অব অনুরোধে বঞ্চনা করিলে আমায় ॥
এছার মানব জাতি, সতত চঞ্চলমতি, তায় ক্রোধ কেমনে জুয়ায় ॥
শ্রুতি স্মৃতি পরিহরি, যা মানস তাই করি, ভরসা দিয়াছি তব দায়। কমলাকান্তের আর কে আছে ভুবন মাঝে, মা ! এতনু সঁপেছি রাঙ্গা পায় ॥ ৭৬ ॥

রামপ্রসাদী সুর। তাল একতালা ।।

সদানন্দ-ময়ি কালি ! মহাকালের মনমোহিনী, গো মা ! ।
তুমি আপন্ সুখে আপ্‌নি নাচ, আপ্‌নি দেওমা করতালি ॥

আদি ভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশী ভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড নাছিল, হে মা! মুণ্ডমালা কোথায় পেলী॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন্ রাখ তেম্নি থাকি, যেমন্ বলাও তেম্নি বলি॥
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি।
এবার সর্ব্বনাশি, ধরে অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটই খেলি॥ ॥ ৭৭ ॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল ঢিমা তেতালা॥

আদরিণী শ্যামা মাকে, আদর করে হৃদে রাখ॥
তুমি দ্যাখ আমি দেখি, আর যেন ভাই! কেউ না দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এসো তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি, রসনারে সঙ্গে রাখি, সেও যেন মা বলে ডাকে॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হতে দিও নাক, জ্ঞানেরে প্রহরি রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে॥
কমলাকান্তের মন, ভাই! আমার এক নিবেদন, দরিদ্র পাইলে ধন, সেও কি অযত্নে রাখে॥ ৭৮॥

রাগিণী পরজ। তাল একতালা॥

বামা কেরে দেখনা চাহিয়ে, সমরে শঙ্করোপরে।
প্রকৃতি অসিতাঙ্গ ধারিণী, সমরে বিহরে॥
অপ্রকৃতি পথ গত তরঙ্গ, অসি শির ধৃত বাম অঙ্গ, প্রমথ সঙ্গ বামা উলঙ্গ, অভয় সকরে॥
আনন্দে অনাদি, হৃদয় নিবসয়ে বিবস্ত্র, কালী কেন সমর ঘোরে, অমর শরণাগত নুখরে॥
দিগ দিগন্তে সম কৃতান্ত, হেরি বামা শ্যামারূপ নিতান্ত, হেরি

বয়ান মুদি নয়ন, নিরখি অন্তরে। কমলাকান্ত আশ্রিত চরণারবিন্দ হেরি কৃতার্থ, রণ অসার্থ কর অনর্থ চরণে শরণ লহরে ॥ ৭৯ ॥

রাগিণী কাফি। তাল ঢিমা তেতালা।

মোরে বঞ্চনা কেন কর তারিণী, গো মা!
ত্বমসি ভবার্ণব তারণ তরণি, সুমতি কুমতি গতি দায়িনী ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত জ্ঞান নাহি মম, মিছা কাজে গেল দিন যামিনী।
কমলাকান্ত নিতান্ত শরণাগত, বারেক হের, আশুতোষ গেহিনি! ॥ ৮০ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ তেতালা।

কালি! তুমি কামরূপা, কেমনে রহে ধ্যান।
আমি কোন কীট মানুষ, মানসে কত জ্ঞান ॥
বেদশাস্ত্র পুরাণাদি, কি করিছে সাংখ্যবাদী, যার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের অসাধ্য অনুমান ॥
যদি নির্ব্বাণ উত্তম বটে, তবে অনিমাদি কিসে খাটে, ইথে বিদ্যা কি অবিদ্যা বটে, কে জানে সন্ধান। কমলাকান্তের চিত্ত, অনুভবে এক সত্য, যার যে শ্রীনাথ দত্ত, সে তত্ত্ব প্রধান, মা! ॥ ৮১ ॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

যন্ত্রণা কত সব, আর গো বল মোরে, মা!
ভবে প্রজ্জ্বলিত, পতঙ্গের মত, বারে বারে পড়ি বিষয় ঘোরে ॥
গমনাগমন করি অকারণ, অভয় চরণ না ভাবি কখন;
অমৃত ত্যজিয়ে, গরল ভুঞ্জিয়ে, মৃতপ্রায় ভাসি ভবের নীরে ॥
মহামায়া যুক্ত মানব দেহ, মৃতকায়া হেরি করয়ে স্নেহ,
অসার আপনি, না ভাবয়ে প্রাণী, বিপদে ভাবনা করে অন্তরে ॥

নিতান্ত পতিত কমলাকান্ত, নিবেদন করে চরণোপান্ত,
আমার মন অশান্ত বিষয় ভ্রান্ত, হেরি কৃতান্ত ভয় না করে॥ ৮২॥

রামপ্রসাদি স্থর। তাল একতালা।

তেঁই শ্যামারূপ ভাল বাসি, কালি! জগমন্ মোহিনী এলোকেশী।
তোমায় সবাই বলে কালো কালী, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥
বিষম বিষয়ানলে মা! দহে তনু দিবা নিশি।
যখন শ্যামার রূপ অন্তরে জাগে, আনন্দ সাগরে ভাসি॥
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে, মায়ের করে অসি।
মায়ে বদন শশী, মধুর হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি॥
কমলাকান্তের মন, নহে অন্য অভিলাষি।
আমার শ্যামা মায়ের যুগল পদে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥ ৮৩।

রামপ্রসাদি স্থর। তাল একতালা।

আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি, অতেব হইলাম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা, কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ী ওড়্ গাঁয়ের ডাঙ্গা!
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দ্যাখো, নইলে জপ্ করি যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভুতের সাঙ্গা॥
কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা, আমার জপের মালা, ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল ঠাঙ্গা॥ ৮৪॥

রামপ্রসাদি স্থর। তাল একতাতা।

তোমার গলে জবা ফুলের মালা, কে দিয়াছে তোমার গলে। যত সমর পথে, নেচে যেতে, রয়ে রয়ে রয়ে দুলে॥

রণতরঙ্গ প্রথম সঙ্গ, চিকুর আলায়ে উলঙ্গ, কি কারণে লাজ ভঙ্গ, শিব তব পদতলে ॥

অভয় বরদ সব্য হস্ত, বাম করে শিরসি অস্ত্র, দেখে সুরগণ হয়ে ব্যস্ত, রক্ষ রক্ষ রক্ষ বলে ॥

মুকুট গগণে ঘোর বরণ, খল খল হাসি তিমির হরণ, কমলাকান্ত সতত মগন, শ্রীচরণ কমলে ॥ ৮৫ । ২২,075

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

তোমার ভাল চিন্তা সদা, করিগো! তোমার নিকটে।
দুঃখে যাক্ সুখে যাক্ জেনেছি, যে আছে লিখন্ ললাটে॥
বারে বারে ভ্রমণ করি, মা! আমার এই কর্ম্ম বটে।
কিন্তু দীন্ দেখে যদি দয়া কর, তবে দীন্ দয়াময়ী নামটী রটে॥
আমার বাপের শীল হৈলে মা! তোমার বাপের নিন্দা ছোটে।
তোমার বাপের স্বভাব হৈলে মা! উভয় কুলে বিপদ ঘটে॥
কমলাকান্ত হাটের হেটো, হাট সইছে বেড়াই হাটে।
তুমি যদি করিবে না পার্ তবে কেন, নৌকাখানি লইয়ে ঘাটে॥ ৮৬॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা॥

জানিগো! দারুণ শমনে, যাবনা মা! তার ভবনে।
তারে দিয়াছ বিষয় পেয়েছে এখন, তোমার দোহাই মানে না মানে॥
হে মা! আমি জানি নিজ কর্ম্মা কর্ম্ম, বিশেষে কর্ম্মফল সে জানে।
তোমার যা হয় উচিত, কর মা বিহিত, আপন সম্মুখে আপন গুণে॥
লঘু দোষে করে অধিক দণ্ড, অন্যথা কে করে ত্রিভুবনে।
সে তোমার্ বল্ পেয়েছে এখন্, দীনের্ কথা শুনিবে কেনে॥
হুজুরে বিচার হলে একবার, নাহি মানি তার পদাতিগণে।
যেন, কমলাকান্ত বলে কৃতান্ত, স্বপনে কখন না করে মনে॥ ৮৭॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠুংরি॥

আচার বিচার নিত্য নয়।

যে সাধকের দাঢ্য ভাব, সে সত্য ময়॥

দেখ এক বস্তু নানামত, সে পঞ্চ তত্ত্বে অনুগত, যাহাতে উপজে পুনঃ, তাহাতেই প্রলয়॥

ধ্যান স্থির যে জনার, সেই ব্যক্তি সদাচার, সে ব্রহ্মরূপ ভাবিয়ে, আনে ব্রহ্মময়। কমলাকান্তের চিত, তটেতে তরণী পাত, নানা দেশ ভ্রমণ, কেবল দুঃখ চয়॥ ৮৮॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা॥

মন! চল শ্যামা মার নিকটে, মা মোর অগতির গতি বটে।

যার যে বাসনা, মনেরি কামনা, সেখানে সকলই ঘটে॥

অল্প পুণ্য ভরা, সাজিয়ে পশরা এনেছো ভবের হাটে।

যার কর উপায়, পাঁচে সে মেলি খায়, কলঙ্ক তোমারই রটে॥

কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে, রাজত্ব করবে পাটে।

আছে একজনা, লইতে খাজনা, জমি যে বিকাবে লাটে॥

কমলাকান্ত কি ভাবনা ভাব, দাঁড়ায়ে নদীর তটে।

দেখ দুকুল পাথার, নাজান সাঁতার, তরণী নাই যে ঘাটে॥ ৮৯॥

রামপ্রসাদী সুর। তাল একতালা।

তুমি মিছা ভ্রমণ করো নারে, মন-তুরঙ্গ! পথে চল।

তুমি সুকৃতি সুমন্ত্রী বট, কুমন্ত্রণায় কেন ভোল॥

তুমি যে শুনেছ ভাই! ভোগ মোক্ষ এক ঠাঁই; যার গাছ হলো না ফল পাবে কি, সে সব আশা শিকায় তোল॥

দেখিয়ে না দেখ দিটে, বিপক্ষ চড়েছে পীঠে; তোমার রথী সে সারথি হারা, কি শঙ্কট ঘটাবে বল॥

কমলাকান্তের মন, তুমি পরের বশে মর কেন, কালীনাম ব্রহ্ম তীক্ষ্ণ অস্ত্রে, মায়ার লাগাম কেটে ফেল ॥ ১০ ॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

মন! ভ্রমে ভুলেছো কেনে, তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।
শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব, দাঢ্য কর সেই চরণে ॥
যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে।
তোমার দ্বৈত ভাবে দিবস গ্যালো, চিদানন্দ রয় কেমনে ॥
তন্ন তন্ন করি যোলে, কি পেলে ছয় দরশনে।
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান, মহাবিদ্যা আরাধনে ॥
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব, অনুমানে কেবা জানে।
যার আদি অন্ত মধ্য নাই, সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে ॥ ১১ ॥

রাগিণী নট বেলোয়াল। তাল ঢিমা তেতালা।

আমার মন! ভুল না, মন ভুল'না লোকেরই কথায়।
ওরে! অনিত্য সংসার, নিত্যভাব শ্যামা মায় ॥
কে বলে মা নিদ্রা গেছে, নিদ্রার কি নিদ্রা আছে;
যে নিজে অচৈতন্য, অচৈতন্য ভাবে তাঁয় ॥
যুগাচারি যে জন হয়, তার কাছে কি কলির ভয়;
সত্য আদি চারি যুগ, বান্ধা রাঙ্গা পায় ॥
কমলাকান্তের মন! ত্যজ অন্য আলাপন;
তুমি আপন সুখে আপনি মজ, কারে কে সুধায় ॥ ১২ ॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

পরের কথায় আর কি ভুলি।
কত ভ্রমিয়া দেশ, পেয়েছি শেষ, যা কর দক্ষিণা কালি ॥

শত ইতি নাম, আদি শিব রাম, সকলের কর্ত্তা মুণ্ডমালী।
মায়ের চরণ কমল, অতি নিরমল, মন! গিয়ে তায় হওনা অলি॥
কালীনাম সুধাপান কর রে মন! নাচ গাও দিয়া করতালি।
নীল শশধর করেছে আলো, মহানিশি প্রায় হয়েছে কলি॥
ত্যজিয়ে বসন, বিভূতি ভূষণ, মাথায় লও কালীনামের ডালি।
কমল বলে দেখ্ দেখি মন, কত সুখে সুখী হলি॥ ৯৩॥

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ঢিমা তেতালা।

আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন! কারু ঘরে।
যা চাবে এই খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশ মণি, যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়ো নারে।
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে।
ওরে! বাজিকরে চিন্‌লে না সে, তোমার ঘটে বিরাজ করে॥৯৪॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঢিমা তেতালা।

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে, শ্যামা মারে পাবে।
এ ছেলের হাতের লাড়ু নয়, যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥
শাত গেঁয়ে আর মামদো বাজি, কেবা কারে ফাঁকি দেবে।
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া, আপনার গণ্ডা বুঝে লবে॥
অষ্টইন সুরত গঙ্গাজলি, করেছ সাবধান হবে।
তুমি মষ্টে মষ্টে মুখ মুছে খাও, একথা কি জান্‌তে রবে॥
কমলাকান্তের মন! এখন কি উপায় করিবে।
কালীনাম লও সত্বর হও, নামের গুণে তোরে যাবে॥ ৯৫॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জলদ্ তেতালা।

তুমি কি ভাবনা ভাব, ওরে আমার অবোধ মন।
সময় পেয়েছ ভাল, সাধনারে শ্যামা ধন ॥
সৃজন পালন লয়, যে তিন হইতে হয়;
তারা তোর ভাবনা ভাবে, বিধি হরি ত্রিলোচন ॥
কমলাকান্তের মন, অনিত্য এই ত্রিভুবন;
নিত্য কেবল নিত্যানন্দময়ীর দুটী শ্রীচরণ ॥ ১৬ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঢিমা তেতালা।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম্ তুলে ॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল;
সুজন কুজন আছে যারা, তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে ॥
কমলাকান্তের নেয়ে, নঙ্গর তোল দুর্গা কোয়ে;
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে ॥ ১৭ ॥

রাগিণী পুরবি। তাল একতালা।

মন্ গরিবের কি দোষে আছে। তারে কেন নিন্দা কর মিছে ॥
বাজিকরের মেয়ে তারে, যেমন নাচায় তেম্নি নাচে ॥
শুনেছ দীনদয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে।
আপনাকে যে আপনি ভোলে, পরের বেদন কিতার কাছে ॥
আপ্নি যেমন শঠের মেয়ে, তেম্নি সঙ্গ ভাল মিলেছে।
সে লেংটো থাকে, ভস্ম মাখে, লোকে ভাল বলে পাছে ॥
তবে যে কমলাকান্ত, ও চরণে প্রাণ স'পেছে।
তাতে ভিন্ন, নাহি অন্য, নৈলে কেন সার করেছে ॥ ১৮ ॥

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

এছার দেহের কি ভরসা ভাই!
আরে মন! তোরে আমি সুধাই তাই॥
তুমি কি বুঝিতে পার, দেহ কখন আছে কখন নাই॥
তোমায় আমায় ঐক্য হোয়ে, রসনারে সঙ্গে লয়ে;
দেহ যদিন আছে তদিন রোয়ে, সুখে শ্যামার গুণ গাই॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা পাখি, তারা কেবল মাত্র আছে সাক্ষি;
এসো কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, কল্পতরুর মূলে যাই॥
কমলাকান্তের ভাষা, মন! পূর্ণ কর আমার আশা;
এসো বিশ্বময়ীর নাম লৈয়ে, বিশ্বনাথে বিষয় পাই॥ ৯৯॥

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

সুখের বাসনা করোনা কদিন।
ত্যজি অন্য ফল, কালী কালী বল, মানব জনম যদিন॥
পাবে ব্রহ্মপদ, অক্ষয় সম্পদ, স্মরণ করিবে এদীন।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, যা হইতে হয়, সে হবে তোমার অধীন॥
যখন যেমন, বিধির লিখন, সেইরূপে যাবে সেদিন।
ভাবিলে বিষাদ, ঘটিবে প্রমাদ, কালী না বলিবে যেদিন॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, ভুলেছ নমাস নদিন।
বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি, যাতনা সবে কত দিন॥১০০॥

রাগিণী মুলতান। তাল ঢিমা তেতালা॥

কি হইল মোর অন্তরে কালো কামিনী।
আমারে বুঝাও ওরে মন! তুমিও যে ভুলেছ হেরিয়ে ভামিনী॥
না ভাবিতে আপনি ভাবিত কর, হৃদি মাঝে নিবস, দিবস যামিনী॥

ঐ বামা শম্ভু সাধন করে, অথ শম্ভু হৃদে পদ ধরে ; ভ্রময়ে উলঙ্গ স্খলিত চিকুরে, তথাপি ত্রিভুবন মন প্রমোহিণী ॥

ঐ মেয়ে ভুবন পালন করে, অথ প্রলয়ে পঞ্চম হরে ; কমলাকান্ত মানস বিহরে, কুলপথ ধ্যান মানস মণি ॥ ১০১ ॥

রাগিণী টোড়ি। তাল কাওয়ালি ॥

তবে কেন হইল মানব দেহ, গুরু চরণে মতি হইল না।
যে কারণে এই তনু ধন্য, কেন সে পথে আমার মন গেল্লো না ॥

আমার ধন, আমার পরিজন, আমার সুত দারা ; এই কোরে হইলাম পথহারা, সারাৎসারা পরাৎপরা, তারা নাম লইলে না। কমলাকান্ত হইলে নিতান্ত উন্মত্ত, কুপথ ভ্রমণে ক্ষমা দিলে না, সুপথ মনেরে শিখাইলে না ॥ ১০২ ॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা ॥

শ্যামা! ভাল ভেবেছো মনে।
যে ওপদে আশ্রয় লয়, তারে বিষয় বিষে রাখ্‌বে কেনে ॥
কিঞ্চিত করুণাময়ি, কালি যদি চাও নয়নে।
তবে নিরানন্দ দূরে যায় মা! সদানন্দ সুধাপানে ॥
বিষয় পথের পথি যারা, সে চলবে কেন তাদের সনে।
সে একাকী বিরলে বসে, হসে হেসে চায় যাত্রিগণে ॥
কমলান্তের এই, নিবেদন মা! শ্রীচরণে।
আমার একুল্ গেল ওকুল্ রাখ, সকুল হও নাথের বচনে ॥১০৩ ॥

রাগিণী আলেয়া। তাল জলদ্‌ তেতালা।

শঙ্কর মনমোহিনী তারা, ত্রাণ কারিণী, ত্রিভুবন
অঘ বিদারিণী, ভব জননী।
ভবানী ভয়ঙ্করী, ভীমে বাণী ভয় হারিণী তারিণী ॥

অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
অসিতা অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী।
বৃন্দাবন রস রসিক বিলাসিনী, ব্যাস ভাষ খলু রাস প্রকাশিনী,
কমলাকান্ত হৃদি কমলে, তিমির হর বরজ রমণী ॥ ১০৪ ॥

রাগিণী জোয়ান্ পুরীয়া টোড়ী। তাল আড়া চৌতাল।

তুমি যে আমার, নয়নের নয়ন, মনেরি মন, প্রাণেরি প্রাণ, শ্যামা!
এ দেহের দেহী, জীবনের জীবন ॥
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ পর ধাম প্রাপ্তি গতি, অগতির কারণেরি কারণ।
কমলাকান্ত কুলকান্ত, প্রবল কৃতান্ত ভব তারণ ॥ ১০৫ ॥

রাগিণী ভেটিয়ারি। তাল ঠুংরী।

কেমন বেশ ধরেছ, জননি! হর উরোপরে উলঙ্গ মোহিনী, মা!
আসব আনন্দহ্রদে মগনা হয়েছ, গো মা! ॥
চামরী গঞ্জিত কেশ, আলুয়ে দিয়েছ।
নব জল-ধর কায়, রুধিরে ঢেকেছ ॥
আপনার রঙ্গরসে, আপনি মজেছ।
নর-কর শিরোহার, ভূষণ করেছ ॥
ভূত প্রেত দানা সেনা সঙ্গেতে লয়েছ।
কমলাকান্তেরে কেন, পাসরে রয়েছ, গো মা! ॥ ১০৬ ॥

রামপ্রসাদি স্থর। তাল একতালা।

যেমন কলি তেমনি উপায়, কালীনামের জোর ডঙ্কা, বাজেরে।
তারানামের বলে, যে জন চলে, সে কারে করে শঙ্কা ॥

উত্তম মধ্যম দীন্, তুমি কারে না ভাবিও ভিন্;
তোরে লোকে যদি বলে হীন, ক দিন সে কলঙ্কা॥
যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদে রটে, সে নাম শূন্য জনে বটে;
কিন্তু কমলাকান্তের ঘটে, মিছা সে আতঙ্কা, রে॥ ১০৭॥

রাগিণী ইমন্ বেলাওল। তাল তিওট্।

ত্বাং প্রণমামি শিবে! করুণাময়ি গো কালি!।
কিঞ্চিত কুরু করুণা, অবলম্বনে দীনে, মা!॥
মা দেহি দেহি অখণ্ড মতি, তব চরণারাধনে॥
কুলষান্বিত চেতো নিয়ত, অতি চঞ্চল বঞ্চিত হিত সাধনে।
ওমা শ্রীনাথ দত্ত সুতত্ত্ব পথ, হত বিষয়ালম্বনে, ওমা!॥
মায়াময় দেহ সতত অলসান্বিত, দিন গত বৃথা ভ্রমণে।
কমলাকান্ত অশান্ত, শান্তয় কৃপাবলোকনে॥ ১০৮॥

রাগিণী মুলতান। তাল জলদ্ তেতালা।

ভবে কত না দিয়াছি ভার, আসিয়া এবার।
এখন কামনা দুটি চরণ তোমার॥
আসি আশা হলো আশা, আশায় আশ নৈরাশা,
আমার আসার আশা, আশা মাত্র সার॥
বেদাগমে অসম্মত, কুকর্ম্ম করেছি কত, অপরাধ শত শত, ক্ষম মা! আমার। কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি! এইবার করুণা করি, ভবে কর পার॥ ১০৯॥

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

আরে ও শুন! ভব ভবানী ভাবনা গেল দূর।
তোমার অভয় চরণারবিন্দে, ভরসা প্রচুর॥

উঠেছিল বিষয় তরু, মা! ভাঙ্গিলে অঙ্কুর।
এখন নিতান্ত ভরসা হলো, চিন্তামণি পুর॥
কালী নামামৃত ফল, মা! শীতল মধুর।
আমায় কয়ে দিলে এমন্ত্রণা, মাথার ঠাকুর॥
কমলাকান্তের পাটা মা! দাখিল হজুর।
দেখে ভয়ে পলাইল, কৃতান্ত মজুর॥ ১১০ ॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয় তার, সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপ্‌নি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌লনা তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, কব্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ্‌ দিয়ে পরেছি আর, পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগত জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥১১১॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঢিমাতেতালা॥

শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা! ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা! থাক্‌তে গাছে॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা, ছটা আগুণ বিগুণ আছে।
কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটী উপায় আছে।
জন্মজরা মৃত্যুহরা, তারা নামে ছেঁচ্‌লে বাঁচে॥ ১১২ ॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

কেন আর অকারণ, কিসের চিন্তা কর মন!
তুমি সাধিলে সধিতে পার, শিবের সাধের ধন॥
এসো না বিরলে বসি, ভাবি শ্যামা মুক্তকেশী;
গয়া গঙ্গা বারাণসী, মায়ের শ্রীচরণ॥
ভাবিলে ভবানী ভবে, ভবের ভাবনা যাবে;
তোর্ পাপ পুণ্য কোথা রবে, শমনের দমন॥
কমলাকান্তের আশা, নাম ব্রহ্ম কর্ম্ম নাশা;
সেতো কঠিন নয়, কেবল মুখের ভাষা, সুসাধ্য সাধন॥ ১১৩॥

রাগিণী যোগিয়া। তাল একতালা।

যদি পার্ যাবি মন! ভবার্ণবে, বেয়েদে তরণী।
তাহে শ্রীনাথ কাণ্ডারি রে! মাস্তুল শ্রীভবানী॥
দুর্গা বার কালী তিথি, রে মন! তাহে নক্ষত্র তারিণী।
আমার মন! কর রে, শুভযোগ মাহেন্দ্র তখনি॥
কুবাতাসে যদি ভাসে, তরি না চলে উজানে।
তাহে বাদাম খাটায়ে দেরে, কুল কুণ্ডলিনী॥
কমলাকান্তের তরি, রে মন! তরিবে আপনি।
ওরে ভয় কোরোনা ভরসা বান্ধো, ব্রহ্ম সনাতনী॥ ১১৪॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

মন! তুই কাঙ্গালি কিসে।
কালী নামামৃত সুধা, পান্ কর মন! ঘরে রোসে॥
ভবার্ণবে মায়া তরি, কত ডুব্ছে উঠ্ছে যাচ্ছে ভেসে।
ওরে! আনন্দ ধামেতে রোয়ে, রঙ্গ দ্যাখ হেঁসে হেঁসে॥

অনিত্য ধন উপার্জ্জনে, ভ্রমণ কর রে দেশে দেশে।
তোর্ করে যে অমূল্য নিধি, চিন্‌লি না রে! সর্ব্বনেশে॥
কমলাকান্তের মন্, সুধাভ্রম হয়েছে বিষে।
তুই! অভয় চরণ, কর্‌না স্মরণ, ঘর পাবি আর ঘুচ্‌বে দিশে॥১১৫॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্! তাল একতালা॥

যতন্ কোরে ডাকি তোরে, আয়্ আয়্ মন্ শুয়া পাখি!
কালী পাদপদ্ম পিঞ্জরে, পরমানন্দে থাক দেখি॥
সদা শুন কুমন্ত্রণা, নিত্য নূতন বিড়ম্বনা; মায়ের নাম সুধায় ভাঙ্গ ক্ষুধা, কুসন্তানে দিয়ে ফাঁকি॥
পাইয়া পরম ধাম, সুখে ডাক মায়ের নাম; এসো অনিত্য বাসনা ত্যজি, নিত্য সুখে হওনা সুখী॥
কমলাকান্তের মন! ত্যজ অন্য আরাধন; এসো কালীনামে ডঙ্কা দিয়ে, শঙ্কা ত্যজে বসে থাকি॥ ১১৬॥

রাগিণী যোগিয়া। তাল একতালা।

তুমি ভুলনা বিষয় ভ্রমে, মন রে! আমার।
শ্রীদুর্গা অমৃত বাণী, সদা কর সার॥
ধন জন গৃহ জায়া, এসকল মিছা মায়া, মন রে! ভেবে দ্যাখ নিজ কায়া, নহে আপনার॥
পেয়েছ পরম নিধি, এসো না যতনে সাধি, মন রে! কমলাকান্তেরে যদি, করিবে নিস্তার॥ ১১৭॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা;

তেঁই বলি সাবধানে চল। এযে দখিনে ভায়ার লাট রে বাবা।
চলে সিক্কে কল জলুসি সেথা, না চলে আড় কাট্‌রে বাবা॥

তুমি কর যার ভরসা, সেতো বড় কঠিন আশা ; সেথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যাঁর, মাথায় করে খাট্‌রে বাবা ॥

সে যা বলে তাই হয়, সে কথা অন্যথা নয় ; সেথা কেউ শুনে না কারু কথা, কালা কালীর হাটরে বাবা ॥

কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটী উপায় আছে ; কালী নাম লইয়ে যে ধাম চলে, তার শমন ছাড়ে বাটরে বাবা ॥ ১১৮ ॥

রাগিণী ইমন। তাল জলদ্‌ তেতালা।

কেন মিছে ভ্রমে ভুলে রৈলি, মন রে ! ।
আপনার আপনার কর, কে তোমার কার তুমি ॥
নলিনী দলগত নীর সম জীবন, না জানি কি হইবে কখন ॥

সৃজন পালন লয়, সাধিলে সকলই হয়, সে ফল ত্যজিয়ে কেন, বিফলে ভ্রমণ। পুরাকৃত পুণ্য, জন্ম ফল মানব, এতনু মজালে অকারণ ॥

যাহার লাগিয়ে কত, করেছ কঠিন ব্রত, পেয়ে সে পরম নিধি, না কর যতন। কমলাকান্ত ভ্রান্তি বশ হইয়ে, বুঝি হেলায় হারাবি শ্যামাধন ॥ ১১৯ ॥

রাগিণী গাওরা। তাল তিওট।

সুগম্ সাধন্ বলি তোরে, ওরে ! আমার মূঢ় মন ! সাধরে।
যখন যাহাতে সুখে থাক, মন ! তাতেই ভাব মারে ॥
যদি না থাকিতে পার, মন ! চিন্তামণি পুরে।
চরাচরে শ্যামা মা মোর, সকলে সঞ্চরে ॥
স্থলে অনলে শূন্যে আছে, মা মোর, সলিলে সমীরে।
ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী শ্যামা, মারে জাননারে ॥
ঘটে আছে পটে আছে, মা মোর সকল শরীরে।
কামিনীর কটাক্ষে আছে, তেঁই জগতের্ মন্ হরে ॥

কমলাকান্তের মন ! ভয় করেছ কারে ।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি, ঘটেছে তোমারে ॥ ১২০ ॥

রাগিণী ভৈরবী । তাল একতালা ।

শিব উরে বিহরে শ্যামা সমরে ।
মরি বাম করে ধরে অসিবরে, বিগলিত চিকুরে, রে ॥
নূতন জলধর রূপ ধরে, কত সুধাকরে উদয় করে, পদ নখরে ।
কমলাকান্তের হৃদি কমলবরে, তিমির হরে ॥ ১২১ ॥

রাগিণী খট্ কালাংড়া । তাল পোস্ত ।

কে রে ! পাগলীর বেশে, দিগবাসে, কার রমণী ।
চিকুর আলুয়েছে, হইয়াছে বিবসনী ॥
নর কর কোমরে, বাম করে অসি ধরে ;
দশনে চমকিত, লোল রসনা বদনী ॥
ও বিধুবদনে হাসি, সুধাক্ষরে রাশি রাশি ;
ঐ বেশে নিস্তারিবে, কমলেরে গো জননি ! ॥ ১২২ ॥

রাগিণী সুরট্ মল্লার । তাল একতালা ।

সমরে বিহরে, রে ! কার্ বামা রিপু নাশে, রে ।
বামা লম্ফ দিয়ে দম্ফ কোরে, খেপা পারা হাসে, রে ! ॥
এলো থেলো চাচর চুল, তায় দিয়েছে জবা ফুল ; নাশিছে দানব কুল, সুধায় হুকুম্ভ ভাসে, রে ॥
সঙ্গে যত সহচরী, এলো থেলো দিগম্বরী ; কাটা মুণ্ড তুণ্ডে করি, বেড়ায় পাশে পাশে, রে ! ॥

কমল কহে কাজল বরণ, অভয় পদে যে লয় শরণ; কালীনামে কাঁপে শমন, ত্রাসে না যায় পাশে, রে ॥ ১২৩ ॥

রাগিণী চেতা গৌরী। তাল জলদ্ তেতালা।

দুটী নয়ন ভুলেছে।
ও নিবিড় ঘন রূপে ॥

যার যে মরম ব্যথা, সেই তা জানে গো! না বুঝিয়ে লোকে চরচে।
কুল শীল লাজ ভয়, কদাচ না মনে লয়; মান অপমানে, তৃণাঞ্জলি দিয়েছে ॥
কমলাকান্তের চিত, সেই হোতে উন্মত্ত; যে অবধি কাল রূপ, অন্তরে লেগেছে ॥ ১২৪ ॥

রাগিণী টোড়ি। তাল একতালা।

করকাঞ্চি তোমার কটিতটে, গো শ্যামা!
একি অপরূপ, নয়নে হেরিলাম ॥
কতকুগুলা নরমুণ্ড পরেছ গাঁথিয়ে, গো শ্যামা!
শবোপরে নাচ মা উলঙ্গ হৈয়ে। খসিল অম্বর; বাম না সম্বর, কালি। পাগলী হোলি বটে ॥
চামর গঞ্জিয়ে, চাচর চিকুর মা! ধরণী লম্বিত ধূলায় ধূসর। কমলাকান্তের সভয় অন্তর, যাইতে জননী নিকটে ॥ ১২৫ ॥

রাগিণী ভেটিয়ারি। তাল খেম্‌টা।

নব জলধর কায়।
কালরূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায় ॥
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে কত, দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ॥

অতি সুশীতল, চরণ যুগল, প্রফুল্ল কমল প্রায়।
কমলাকান্তের, মন নিরন্তর, ভ্রমর হইতে চায়॥ ১২৬॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল পোস্ত।

রঙ্গে নাচে রণমাঝে, কার্ কামিনী মুক্ত কেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি॥
কেরে! তিমির বরণী বামা, হৈয়া নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি॥
বিনাশে দনুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি।
দ্যাখ শবছলে চরণতলে, আশুতোষ পড়িল আসি॥
কেরে! ডাকিনী যোগিনী, মায়ের সঙ্গে ফেরে অহর্নিশি।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, দিতির নন্দন নাশি॥
কমলাকান্তের মন, অন্য নহে অভিলাষি।
আমার কালরূপ অন্তরে ভেবে, সদানন্দ সদা সুখী॥ ১২৭॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা।

তারা মা! যদি কেশে ধোরে তোল। তবে বাঁচি এ সঙ্কটে॥
আমার একুল ওকুল দুকুল পাথার, মধ্যে শাঁতার বিষম হলো॥
সঙ্গীগুলো হোলো ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই;
ধরতে গেলে আমায় ধরে, ডোবে ডুবায় প্রাণ্‌টা গেল॥
করেছিলাম যে ভরসা, না পূরিল সে সব আশা;
ভুলালে তখন্ ডুব্‌লে এখন, আর কখন্ কি কর্‌বে বল॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর;
ও মা! চরণতরি শরণ দিয়ে, সঙ্গে লৈয়ে দেশে চল॥ ১২৮॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ তেতালা।

ওগো নিদয়া! তোরে, দয়াময়ী লোকে কয়।
তারা, জানে না পাষাণেরর মেয়ে, হৃদয় পাষাণময়॥
ও দুটী চরণ বিনে, অন্য কিছু যে না জানে;
এত দুঃখ তার প্রাণে, তোমার উচিত নয়॥
তুমি আপনার সুখে সুখী, পর দুখে নও দুখী,
তবে কি কারণে ত্রিভুবনে. তব আশ্রয় লয়॥
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি!
তোরে কে সেবিত; যদি না থাকিত যম ভয়॥ ১২৯॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল ঢিমাতেতালা।

মা! আর না সহে, ভব যাতনা।
অকৃতি সন্তানে দেহি, নিজপদ ছায়া॥
কি করিতে কি না হয়, মন মোর বশ নয়;
যা হইল সেই ভাল, বিষয় কামনা॥

ওপদ আনন্দময়, যে জন শরণ লয়; ইহকালে পরকালে, কিসের ভাবনা। কমলাকান্তের প্রতি, কেন মা বঞ্চনা অতি; না জানি জননীর মনে, কি আছে বাসনা॥ ১৩০॥

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

ও নিস্তার কারিণি তারা, গো!।
ত্রাহি মাম্ ভবে ভয় হারিণি॥

ওমা! পড়েছি পাথারে, না জানি সাঁতার; জননি! দুকুল হয়েছি হারা, গো। ওমা! বাঁধি নিজ পাশে, ভ্রমাইলে দাসে, মায়ের কি এমন ধারা, গো!॥

এমা সুখের ভাজন ধন পরিজন, মা ! ঐহিক বান্ধব যারা, গো ! । ওমা !
কমলাকান্তের, যে দুঃখ অন্তর; মা বিনে জানিবে কারা, গো ! ॥ ১৩১ ॥

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী । তাল একতালা ।

এখন আর করোনা তারা ! বঞ্চনা আমায় ।
নিকট হইল দ্যাখ ! শমনেরি দায় ॥

যে করিলে সেই ভাল, সয়েছিলাম সয়েছিল, এখন ভাবিতে হৈলো, দীনের কি উপায় ॥

না হৈলো শমন জয়, তাহাতে না করি ভয়, এই ভাবি নামের মহিমা পাছে যায় ॥

কমলাকান্তের দুঃখ, হইলে হাসিবে মুখ ; লোকে কবে শ্যামা সুখ, না দিলে ইহায় ॥ ১৩২ ॥

রাগিণী পরজ । তাল পঞ্চমসোয়ারি ।

আমার গো ওমা ! গতি কি হবে, তারা জানে, মা জানে ॥
তারা বিনে আর, ইহকালে পরকালে, আর যত কে জানে ॥
আমিত নিপুণ অতি সাধনে, বিদিত জননীর দুটী শ্রীচরণে ।
কতদিনে হবে ত্রাণ, কমলাকান্তের এবোর ভব বন্ধনে ॥ ১৩৩ ॥

রাগিণী বেহাগ । তাল একতালা ।

কালি ! কত জাগিয়ে ঘুমাও, গো ।
আমি কেমনে, তোমারে জাগাইব ॥
তুমি সুমতি কুমতি, পুরুষ প্রকৃতি, তুমি শূন্য সঙ্গেতে মিশাও ।
কারে রাখ তন্ত্র মন্ত্র আরাধনে, কারে ভ্রান্তি রূপেতে ভ্রমাও ॥
কারে দেহ মন্ত্র সাধনা মন্ত্রণা, কারে যন্ত্রণা যোগাও ।
কমলাকান্ত নিতান্ত অনুগতে, নাম রসে বিরমাও ॥ ১৩৪ ॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল ঢিমা তেতাল।

যার অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী, তার বাহ্য সাধন কিছুই নয়।
অচিন্ত্য চিন্তিলে অন্য চিন্তা, আর্ কি মনে লয়॥
যেন কুমারী কন্যারি খেলা, নানাভাবে নানা হয়।
তাদের স্বামীর সঙ্গে মিলন হোলে, সে সব খেলা কোথা রয়॥
কি দিয়ে পুজিবে তাঁরে, সেই সর্ব্ব তত্ত্বময়।
দেখ! নির্গুণ কমলাকান্ত, তাঁরেও করে গুণাশ্রয়॥ ১৩৫॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা॥

মা তারা! আমার কি, এতদিনে হৃদি সরোজ প্রকাশিল।
পতিত তনয়ে কি তোর্ মনে ছিল॥
শ্রীচরণাম্বুজ হৃদয় অম্বুজ মাঝে, নিরখি তিমিরচয় দূরে গেল॥
মণিময় মন্দির মাঝে বিরাজে, শ্যামা নীলকান্ত জিনি তনু নিরমল।
কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি, মানব জনম সফল হলো॥ ১৩৬।

রাগিণী পুরবী। তাল একতালা॥

পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে, রে!
বিবসনা সমরে, নর কর কোমরে, অসিবর বামকরে ধরে॥
ডিমিকী ডিমিকী ডমরু বাজে, হরহৃদি পরে শ্যামা বিরাজে, রণ সমাজে নাকরে লাজে, কুল রমণী বামা কেএলো রে॥
মৃদু মৃদু হাসে, চপলা প্রকাশে, কমলেরি আশ পুরে॥ ১৩৭॥

রাগিণী ভূপালী। তাল জলদ্ তেতালা॥

অনুপমা রূপ অনুপ শ্যামাতনু, হেরি নয়ন জুড়ায়, রে॥
সজল কাদম্বিনী জিনিয়ে কুন্তল, তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায়॥

অঞ্জন অধরে আতসে মুকুতা ফল, নীল লোহিত ভ্রমে, অলি-কুল ধায়। ক্ষণে ক্ষণে হাস্য কটাক্ষ কামিনী করে, শিবের মন সহজে ভুলায়, রে ॥

মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ নখ কিরণে, রক্তোৎপল জিনি পদতল তায়। কমলাকান্ত! অনন্ত না জানে গুণ শ্রীচরণ, মানবে কি পায় ॥ ১৩৮

রাগিণী যোগিয়া। তাল ঢিমাতেতালা ॥

ভাল প্রেমে ভুলেছ হে ভোলা! মহাদেবা ॥

পাইয়ে চরণচিহ্ন, কদাচ না কর ভিন্ন, নিরখি নিরখি কর সেবা ॥

জিনি ঘনপরিবার, নিকর চিকুর ভার, আলুয়ে পরেছে অঙ্গে, অপরূপ শোভা। ষোড়শী দিগম্বরী, দিগম্বর ত্রিপুরারি, তোমার মহিমা জানে কেবা ॥

আনন্দে নাহিক ওর, মদনের মনচোর, রমণী অলসে বশ, রণ রস লোভা। রসনা রসিক মুখে, রমণী রময়ে সুখে, কমলাকান্তের কমলে বা ॥ ১৩৯ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

হায় গো আমার কি হইলো, হৃদি সরোরুহ দলে।

কালো কামিনী লুকালো ॥

যখন নয়ন মুদিয়াছিলাম, তখনি ছিল, চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে, পলকেতে মিশাইল ॥

আমরি কি সুন্দরী, অতুল পদ রাওল, আদ্য বামে হংস যেমন অংশুতে উজ্জ্বল। কমলাকান্তের মন! মিছে ভাব অকারণ, যদি পাবে শ্যামা ধন, নয়ন মুদে থাকা ভালো ॥১৪০ ॥

রামপ্রসাদিস্থর। তাল একতালা ॥

মা! কখন কি রঙ্গে থাক, শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী।
তোমার মায়াজাল ভাল করাল, নৃকপাল মাল বিভূষণী ॥
কভু লম্ফে ঝম্ফে কম্ফে ধরা, অসিকরা করালিণী।
কভু অঙ্গ ভঙ্গি অপাঙ্গে, অনঙ্গ ভঙ্গ দেয় জননী ॥
অচিন্ত্য অব্যয় রূপা, গুণাতীতা নারায়ণী।
ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা, ভয়ঙ্করা কাল কামিণী ॥
সাধকের বাঞ্ছাপূর্ণ, কর নানা রূপ ধারিণী।
কভু কমলের কমলে নাচ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী ॥ ১৪১ ॥

রামপ্রসাদিস্থর। তাল একতালা ॥

এই কথা আমারে বল। তোমার কেবা মন্দ কেবা ভাল ॥
বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান, কারে কর পরিত্রাণ;
কারে অবিদ্যা আবৃত কোরে, মোহ গর্ত্তে টেনে ফ্যাল ॥
জীব মাত্র শিব বটে, একথা অনেকে রটে;
যে সদানন্দ তারে কেন, নিরানন্দ হতে হৈলো ॥
কমলাকান্তের কালি! মনের কথা মায়ে বলি;
কারু সুখের উপর সুখ, কারু দুঃখে কেন জনম গ্যাল ॥ ১৪২ ॥

রাগিণী ঝিঝিট্ খাম্বাজ। তাল জলদ্‌তেতালা ॥

শ্যামা মায়ের ভব-তরঙ্গ, কেমন কে জানে।
আমি উজান্ উঠ্‌বো মন্ করি, কে পাছু পানে টানে ॥
কৌতুক দেখিব বলে, মা মোর দিয়েছে ফেলে;
এক বার ডুবি আর বার্ ভাসি, হাসি মনে মনে ॥

দূর নয় নিকটে তরি, অনায়াসে ধর্‌তে পারি ;
এবড় দায় ধরিবো কি তায়, মন নাহি মানে ॥
কমলাকান্তের মন ! ইচ্ছা অতি অকারণ ;
তবে তরি যদি তারা ! তার নিজগুণে ॥ ১৪৩ ॥

রাগিণী ললিত যোগিয়া। তাল একতালা ॥

সামান্য নহে মায়া তোমার, পার হব কিসে।
আমি করি সুধা ভ্রম, মিছা পরিশ্রম, বিষম বিষয় বিষে, গো ॥
আগে যে ছিল না, সে শেষে রবে না, মা ! অসময় কেহ কথাও কবে না। দুদিনের দেখা, তারে ভাবি সখা, কেবল কর্ম্মদোষে ॥
ঐহিকের সুখ দুখ কিছু নয়, আমি জানি গো জননি জগ মিছা ময়; কমলাকান্ত তথাপি ভ্রান্ত, কেবল তোমার বশে ॥ ১৪৪ ॥

রাগিণী মুলতান। তাল তিওট্‌ ॥

শিবে ! চাওগো তারা তুমি, ওমা পাষাণের মেয়ে।
এতনু সফল কর মা ! বারেক হেরিয়ে ॥
ধরেছ বাপের রীতি, কঠিণ হয়েছ অতি, তেঁই দয়া না উপজে, গো ! দীনের মুখ চেয়ে ॥
যদিবা কুপুত্র হয়, মায়ের বৈ আর কারো নয় ; কে কোথা তনয়ে ত্যজে, জননী হইয়ে। কমলাকান্তের ভার, বল কে লইবে আর ; কিঞ্চিৎ করুণাকর, মা ! কাতর দেখিয়ে ॥ ১৪৫ ॥

রাগিণী যোগিয়া। তাল একতালা ॥

ও জননি গো ! যেন ডুবাওনা সাধের তরি মোর।
বড় ভয় পেয়েছি, কাতর হয়েছি, শরণ লৈয়েছি তোর ॥

মন-বায়ু না হয় সখা, গুণ টানে কর্ম্মরেখা; দাঁড়ধরে অনঙ্গ, তরঙ্গ অতি ঘোর॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম বোঝাই করি, যতনে সাজালাম তরি, বদলে পাইব জ্ঞান, বানিজ্য কঠোর॥

কমলাকান্তের আর, কে আছে মা! আপনার; মা! তুমি হওগো কর্ণধার, কাট কর্ম্ম ডোর॥ ১৪৬॥

রাগিণী মুলতান। তাল তিওট॥

জানি জানি গো জননি! যেমন পাষাণের মেয়ে।
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে॥

প্রকাশি আপন মায়া, স্বজিলে অনেক কায়া, বান্ধিলে নিগুর্ণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে। কার প্রতি সুমতি, কুমতি হওমা কার প্রতি, আপনারো দোষ ঢাক, কারে দোষ দিয়ে॥

মা! না করি নির্ব্বাণে আশ, নাচাহি স্বর্গাদি বাস, নিরখি চরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে। কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি! তাহে বিড়ম্বনা কর, মা! কিভাব ভাবিয়ে॥ ১৪৭॥

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা॥

আমার আর কবে এমন দিন হবে, গো জননি!
দুটি নয়নে হেরিব, তব শ্রীচরণ দুখানি॥

যেরূপ অন্তরে দেখি, দেখিবারে চায় আঁখি; পুরাও দেখি কামনা, করুণা তবে জানি॥

কমলাকান্তের আশা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মনাশা; তবে শ্রীনাথের ভাষা, ধন্য কোরে মানি॥ ১৪৮॥

রাগিণী গৌরী। তাল ঢিমাতেতালা ॥

মা! মোরে লয়ে চল ভবনদীপার; গো তারা।
আমি অতি অকৃতি অধম দুরাচার ॥

সম্বল আছিল যার, অনায়াসে হৈলোপার; কিছু ধন নাহিক আমার, যে নাবিকে দিব মা। প্রদোষ সময়ে, ধরম তরি বায় নেয়ে; চেয়ে আছি চরণ তোমার, গো তারিণি ॥

অজ্ঞানে হয়েছি অন্ধ, পথে নানা প্রতিবন্ধ; ভবসিন্ধু অনিবার, কিসে পার হবো মা!। কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে, তারা! মোরে করিবে নিস্তার ॥ ১৪৯ ॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল একতালা ॥

লয়েছি শরণ, অভয়-চরণ, যা ইচ্ছা তাই কর মা এখন। আগো করুণাময়ি! করুণাধনে, কৃপণতা কর এ আর কেমন ॥

পেলে দেবাশ্রয়, পরকালে হয়, সুখ মোক্ষ শিবে! স্বর্গাদি গমন। কিন্তু তব কৃপায়, ইহকালে পায়, ভোগ মোক্ষ আর অণিমাদি ধন ॥

জীব নহে জন্য, সদা সচৈতন্য, ধন্য অগ্রগণ্য, বেদে নিরূপণ। কিন্তু তব মায়া পাশে, বিজ্ঞান বিলাসে, মিছা ভ্রম আশে, ভ্রমি অকারণ ॥

ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা কালে বিবসনা, সচেতনে কর অতি অচেতন। কিন্তু কমলাকান্ত, হইলে ভ্রান্ত, তব নামে রবে অযশ কথন ॥ ১৫০ ॥

রাগিণী সোহিনী। তাল একতালা ॥

কেমন কোরে তরাবে তারা! তুমি মাত্র একা।
আমার অনেক গুলা বাদী, গো! তার নাইকো লেখা জোকা ॥

ভেবেছ মোর ভক্তিবলে, লোয়ে যাবব বলে ছলে; অভক্তের ভক্তি যেনো পেত্নীর হাঁতের শাঁখা ॥

নাম ব্রহ্ম বটে সার, সেওতো আমার অতি ভার; মনেরি সঙ্গে রসনার, খাবার সময় দ্যাখা। কমলাকান্তের কালি! হৃদে বোস উপায় বলি; এ বিষয়ে উচিত হয়, চৌকি দিয়ে থাকা ॥ ১৫১ ॥

রাগিণী যোগিয়া। তাল জলদ্‌তেতালা ॥

কালী নামের কত গুণ, রসনা কি জানে।
জানিলে মজিত কেন, ভ্রম রস পানে ॥

আর দ্যাখ ত্রিলোচন, সদানন্দ সনাতন; সদা সে মগন, শ্যামানাম গুণ গানে ॥

কালীনামামৃত সুধা, না রাখে বিষয় সুধা; নাশিয়ে সকল বাধা প্রলয় প্রধানে ॥

রসনার যেমত মত, মন তাহে অনুগত; অবোধে বুঝাব কত, বুঝালে না মানে। কামাদি ছ জনা অতি; অনুকুল তার প্রতি, কমলাকান্তের গতি, হইবে কেমনে ॥ ১৫২ ॥

রাগিণী ইমন্। তাল জলদ্‌তেতালা ॥

মা! আমি কি করিলাম ভবে আসিয়ে।
সফল মানব দেহ, বিফলে খোয়ালাম ॥

সবে মাত্র এই হলো, মিছে কাজে দিন গ্যালো; আপনি পাইলাম দুখ, জননীরে দিলাম ॥

শ্রীনাথ নিকটে নিধি, যদি মিলাইল বিধি; পাইয়ে পরম ধন, হেলায় হারালাম। নামের মহিমা রেখো, কমলাকান্তেরে দেখো, অসময় নিকটে থেকো, এই নিবেদিলাম ॥ ১৫৩ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্‌তেতালা ॥

নাচগো শ্যামা! আমার অন্তরে।
সদানন্দময়ি নাচ! চিদানন্দ উপরে ॥

নাচগো নাচগো শ্যামা! নাচন দেখি; তোমার দিগবাস অট্টহাস, গলিত চিকুরে॥

মণিময় মন্দির, সুরতরু মূলে, ঐধাম আবৃত, সুধা-সরোবরে॥

কমলাকান্তের এই, কামনা করুণাময়ি! এতনু সফল কর মা! দুঃখ যাউক দূরে॥ ১৫৪॥

রাগিণী সুট্ মল্লার। তাল তিওট্॥

আলুয়ে পড়েছে বেণী, জিনি নব মেঘ শ্রেণী।
আর তাহে সুচঞ্চল, শ্যামা নীল সৌদামিনী॥
আরে হুহুঙ্কার গরজে, গভীর নিনাদিণী।
হরিষে বরিষে সুধা, সুধানন্দ তরঙ্গিণী॥
আরে! অতি নির্ম্মল চরণ, প্রফুল্ল নীল নলিনী।
নখর মুকুর কর, হিমকর কর জিনি॥
আরে! চরণারুণ কিরণে, আবৃত কত দিনমণি।
কমলাকান্তের হৃদি, কমল সুপ্রকাশিনী॥ ১৫৫॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা॥

আমার মনে ইচ্ছা আছে।
এবার কালী বোলে, বাহু তুলে, যাব শ্যামা মায়ের কাছে॥
কালীনাম সারাৎসার, নিঃসরে বদনে যার;
সেজন ভক্ত জীবন মুক্ত, দোহাই দিয়ে শিব কয়েছে॥
যার কালীনাম আগুসার, কালের ভয় কি আছে তার;
তুমি এই কৌশলে সতর্কে থেকো, কালোবরণ ভোল পাছে॥
কমলাকান্তের কথা, ঘুচিল আমার মনের ব্যথা;
এবার নাম জেনেছি, ধাম চিনেছি, পথ বড় সুগম হয়েছে॥ ১৫৬॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল একতালা ॥

জাননা রে মন ! পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হয়ে এলোকেশী, করে লোয়ে অসি, দনুজ তনয়ে, করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এভব যাতনা-সয় ॥
যেরূপে যেজনা, করয়ে ভাবনা; সেরূপে তার, মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে, কমল মাঝারে করে উদয় ॥ ১৫৭ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্। তাল একতালা ॥

ভাল ভাব্ ভেবেছ, রে মন ! তোর ভাবের বলাই যাই।
তোর ভাবে ভব-ভবানী, ভবনে বসে পাই ॥
ঐভাবে ভুলে থাকো, ভাবান্তর হয়ো নাকো ;
মন ! ভাবিলে রে ! ভবের ভাবনা কিছুই নাই ॥
কমলাকান্তের মন ! এত যদি তুমি জান রে !
তবে কেন আমারে বঞ্চনা কর ভাই !। ১৫৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা ॥

আমার মনে কত হয়, মন যে স্ববশ নয়।
শ্রীচরণ-সুধাময়ে, স্থিরতা না রয় ॥
ঘটে না উপজে জ্ঞান, মিছা দেহ অভিমান ;
তুমি কর কি নাকর ত্রাণ, শমনেরি ভয় ॥
কমলাকান্তের এই, ভাবনা গো ব্রহ্মময়ি !
পাছে তোমায় ভুলে রই, চরম সময়, গো !। ১৫৯ ॥

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা ॥

তবে চঞ্চল হয়েছ আমার মন ! কেন অকারণ।
কর পূর্ণ আশা, দুঃখনাশা, মায়ের দুটি শ্রীচরণ ॥
অপার শঙ্কটে, কত বার্ বার্ পোড়েছ বটে ;
যখন বিপদ ঘটে, কালী করে নিবারণ।
কমলাকান্তেরে মন ! সদা থাক অচেতন ;
তুমি বিজ্ঞান হীন, তোমার বুদ্ধি অতি সাধারণ। ১৬০ ॥

রাগিণী ঝিঝিট্। তাল জলদ্ তেতালা ॥

তুমি কি ভাবনা ভাব, ওরে আমার মূঢ় মন !।
সময় পেয়েছ ভাল, সাধনা সেই শ্যামাধন ॥
সৃজন পালন লয়, সুকৃতি এই তিন জন।
তারা তোর ভাবনা ভাবে, বিধি-হরি ত্রিলোচন ॥
যারে ভাব আপনার্, ভেবে দেখ কে তোমার ;
কেবল সুখের ভাগী, জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন ॥
কমলাকান্তের চিত, অনিত্য এই ত্রিভুবন।
নিত্য সেই নিত্যানন্দময়ীর, দুটি শ্রীচরণ। ১৬১ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল পোস্ত ॥

মজিল মন-ভ্রমরা, কালীপদ নীল-কমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালো কালোয় মিশে গ্যালো ;
দ্যাখো সুখদুঃখ সমান হোলো, আনন্দসাগর উথলে ॥
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এতদ্দিনে ;
দ্যাখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে। ১৬২ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্। তাল.জলদদ্ তেতালা।

মন রে! মরম দুঃখ কয়ো শ্যামা মারে।
অঘট ঘটনা কেন, ঘটে বারে বারে॥
আমি ভাবি নিজ হিত, হয় কেন বিপরীত;
পুরাকৃত কর্ম্ম বুঝি, দূরে গ্যালনা রে॥
তুমিত সুকৃতি বট, কোন কাজে নহ খাট; সে কারণে শ্রীচরণে সপেছি তোমারে। কমলাকান্তের আর, যাতায়াত কত বার; সাধিয়ে সুধায়ে সুখী, কর না আমারে। ১৬৩॥

রামপ্রসাদি সুর। তাল একতালা॥

আমার মন্! ভাব ভোলারে।
যা ইচ্ছা কর দিতে পারে॥
ত্রিপুরারি দয়াময়, কখন ভুলিবার নয়; মন রে!
পুরাকৃত পাপ যত, হর বিনে কে হরে॥
শুন মন! দুরাচার, শিবনাম সারাৎসার;
দ্যাখো ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জটারো ভিতরে॥
কমলাকান্ত বলে, পোড়্যে কালীর পদতলে;
মন্‌রে! সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী, ঘরণী যার ঘরে। ১৬৪॥

রাগিণী ললিতযোগিয়া। তাল জলদ্ তেতালা

ভুলনা বিষয়ভ্রমে, মনরে! আমার।
শ্রীদুর্গা অমৃত-বাণী, সদা কর সার॥
ধন জন গৃহ জায়া, এসকল মিছা মায়া;
ভেবে দ্যাখ নিজ কায়া, নহে আপনার॥
পেয়েছ পরম নিধি, এসোনা যতনে সাধি;
কমলাকান্তেরে যদি, করিবে নিস্তার। ১৬৫॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল একতালা॥

কালী কেমন ধন, খেপা মন! চিনিতে নাপারিলি।
কেবল খেয়ে শুয়ে খেলায়ে, খেপাটা! কাল কাটালি॥
বাণিজ্য বাসনা করি, ভবের হাটে এলি।
কি হবে ব্যাপার, এবার বুঝি মূল হারিয়ে গেলি॥
পুরাকৃত পুণ্যের মানব দেহ পেলি।
স্বদর্থে গমন ভবে, এসে তার কি করিলি॥
কমলাকান্তের মন! এমন কেন হলি।
মন! আপনি কুকর্ম্মে মজে, আবার আমারে মজালি। ১৬৬॥

রাগিণী মল্লার। তাল ঝাপতাল।

আমার মন রে! যতন করি রট রে শ্রীদুর্গা নাম বদনে॥

ত্যজ রে অনিত্য কাম, ভজ রে শ্রীদুর্গানাম, চল রে আনন্দময় সদনে॥

একে সে কঠিন কাল, তাহে বাদী রিপুজাল, সদা চিত বিষয় আরাধনে। অনায়াসে রট মন! পাবে রে পরম ধন, কি কাজ কঠিন ব্রত সাধনে॥

দারা সুত আরাধনে, অতুল আনন্দ মনে; জান না প্রবল রিপু শমনে। কমলাকান্তের মন! নিয়ত চঞ্চল কেন, তিলেক না রহ রাঙ্গা চরণে॥ ১৬৭॥

রাগিণী ভেটিয়ার। তাল ঠুংরি।

কালোরূপে রণভূমি আলো করেছে, মোহিনী কে রে!

সমরে রে! কার বালা, নয়ন বিশালা; বদন করালা, নরশির মালা পরেছে॥

শবাশবে ঘোর রবে শিবা নাচিছে। তার মাঝে মায়ে অট্ট অট্ট হাসিছে ॥

শিব সম শবহৃদে পদ থুয়েছে।
নিকর চিকুর জাল, আলুয়ে দিয়েছে ॥
কমলাকান্তের মন, মগন হয়েছে।
অনিমিকে দুটী আঁখি, ভুলিয়ে রোয়েছে ॥ ১৬৮ ॥

রাগিণী টোড়ি। তাল চৌতাল।

মা! কেমন বেশ গো, আগো শ্যামা সুন্দরি! সুন্দর হৃদয় বিহারিণি ॥

নগনা নিতম্বদেশ, চরণারবিন্দ শেষ; এলোকেশ ভালে নিশেষ, গিরিরাজ নন্দিনী ॥

ব্রহ্ম নিরূপণে নিরূপমা তব নাম ধাম; শম্ভু মূলাধার মহিমা না জানে। কমলাকান্তের ভ্রান্তে, ভ্রময়ে মন; শান্তয় শান্তয় রিপু ভয় বারিণি ॥ ১৬৯ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল টিমা তেতালা।

আসব অলসে দিগবাসে, নাচে কার মেয়ে।

এ নব বয়সে, কে সমর বেশে, খল৹খল হাসে, ভাষে মাভৈ মাভৈ রব ॥

আবৃত কুন্তল জালে, নর কর শিরমালে; কি কারণে পদতলে, শব ছলে সদাশিব।

জিনি দলিত অঞ্জন, তনুরুচি নবঘন; বালারুণ জিনি, ত্রিনয়নীর ত্রিনয়ন। কমলাকান্ত আরাধিত শ্রীচরণ, কামিনী কেমন, নৃপ! কর দেখি অনুভব ॥ ১৭০ ॥

রাগিণী ঝুম্। তাল ছেব্কা।

বামার বাম করে অসি। বামার অসি তিমির বিনাশী॥
শ্রীবদন নিরমল, তাহে মৃদু হাসি।
গগণে উদয় যেন, ষোল কলা শশি॥
বুঝিলাম অনুভাবে, হরের মহিষী।
কমলাকান্তের মন, চরণাভিলাষী॥ ১৭১॥

রাগিণী গৌরী। তাল জলদ্ তেতালা।

জলদ বরণী কেরে! ও বামা নয়ন ভুলায়, রে।
সদাশিব হৃদে চরণ দোলায়, রে॥
দিগম্বরী এলোকেশ, তথাপি মোহিনী বেশ,
নিরখিলে জীবন জুড়ায়।
কমলাকান্তের চিত, কালোরূপে অনুগত,
পাশরিলে পাশরা না যায়, রে!॥ ১৭২॥

রাগিণী ভেটিয়ারি। তাল ঠুংরি।

আগো মা! শ্যামা শিব মনমোহিনি।
একবার করুণা নয়নে চাও গো।
হে হে শিবে! পাষাণ তনয়া,
হইয়ে সদয়া, অভয়া অভয়ে বিলাও গো॥
শীতল চরণ পাইয়ে, মা! সুখী ত্রিপুরারি।
যার বরণ কালো, ভুবন আলো, রূপের বলিহারি, গো॥
কি কাজ ভ্রমণ করে, মা! গয়া গঙ্গা কাশী;
যার অন্তরে জাগিছে, ব্রহ্মময়ী এলোকেশী॥

কারে দিলে ইন্দ্রপদ, হেম হার মণি।
কমলাকান্তেরে দ্যাও, রাঙ্গাচরণ দুখানি॥ ১৭৩॥

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

যদি তারিণি তারো, ভজনস্বিহীনে॥
তুমি না তারিলে বল, তরিব কেমনে, মা!॥

কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়, বঞ্চনা উচিত হয়, কি অধীন জনে, মা!॥

কমলাকান্তের প্রতি, কিঞ্চিত না হের যদি; পতিতপাবনী নাম, রাখিবে কি গুণে, গো!॥ ১৭৪॥

রাগিণী পরজ বাহার। তাল পঞ্চম শোয়ারি।

তারা! আমি কি করিব গো! মন আমার হোলো না বশ, আশুতোষ প্রিয়ে। স্বভাব চঞ্চল যার, তারে তুষিব কি দিয়ে॥

এই ছিল আশ, মন বশ করি রূপ হেরি। শ্রীচরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে, গো। কমলাকান্তের আশা, না পূরিল জননি! জনম মোর, বৃথা গ্যালো গো! বহিয়ে॥ ১৭৫॥

রাগিণী খাম্বাজ। জলদ্ তেতালা। তাল ফেরতা।

তারার বুঝি ইচ্ছা নয় মা! তোমার বুঝি ইচ্ছা নয়, গো।
এদীন্ ভবে মুক্ত হয়, নতুবা আমারে কেন বিড়ম্বনা অতিশয়॥
জলদ্ তেতালা॥
দিয়েছ দুখ্ আর্ বার্ দিবে, সয়েছি মা আর্ বার্ সবে;
অকলঙ্ক তারা নামে, লোকে পাছে কিছু কয়॥ একতালা॥
শরীর সাধন, মিছা যতন, হয় পুরাতন্ আবার নূতন;
হোচ্ছে যাচ্ছে আবার আস্‌ছে, ভ্রান্তি মাত্র কিছুই নয়।

কমলাকান্তের ঠাঁই, আর কিছু কামনা নাই ; মুদলে আঁখি যেন দেখি, কালো বরণ সুধাময় ॥ জলদ্ তেতালা ॥ ১৭৬ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্। তাল জলদ্ তেতালা।

চাহিলে না ওমা ! কেন, একবার সুনয়নে।
পতিত পাবনী নামে তারো গো ! ভজন-হীনে ॥
বঞ্চিত হয়েছি আমি, ওপদ সাধনে।
অকৃতি তনয়ে হয় মা ! তারিতে আপন গুণে ॥

কতশত দুরাচার, অনায়াসে কর্‌লে পার; এবারে জানিব মোরে, নিস্তার কেমনে। কমলাকান্তেরে যদি, ত্রাণ কর ভবনদী ; তবেতো জানি তারিণি ! তার গো পতিত জনে ॥ ১৭৭ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্তেতালা।

মরি দীন হীন জনে, গো ! কুরু কৃপা এইবার ॥

সুকৃতি অকৃতি সুত, মায়ের সমান প্রীত, না ত্যজিও ভজন বিহীনে ॥

বিষয় বাসনা অতি, না জানি মা ! শ্রুতি স্মৃতি, মম গতি হইবে কেমনে। কমলাকান্তের মনে, বিতরি করুণাধনে, নিজ গুণে যদি চাও নয়নে, গো ! ॥ ১৭৮ ॥

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

তারা ! তবে তোমার, ভরসা বল কে করে।
যদি আপনারি কর্ম্মফল, ফলিবে আমারে ॥

যেরূপে ভ্রামাও তুমি, সেইরূপে ভ্রমি আমি ; মিছা সুখ দুঃখভাগী, কর গো ! আমারে ॥

কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি! শমন-শঙ্কট যদি, না থাকিত নরে ॥ ১৭৯ ॥

রাগিণী যোগিয়া। তাল জলদ্‌তেতালা ॥

তথাচ জননি! তব, তারা নামে তরিব।
যখন যেমন রাখ, সেই মতে রহিব ॥
অঘটন ঘটনা যদি, ঘটেতো কি করিব, মা!।
পাপ করি পুণ্য করি, ঐ নামে সম্বরিব ॥
কমলে বঞ্চনা কর, এই বারে তা বুঝিব।
কেমনে ত্যজিবে তুমি, আমি যে না ত্যজিব ॥ ১৮

রাগিণী হাম্বীর। তাল জলদ্‌তেতালা ॥

করুণাময়ি শ্যামা গো মা! ময়ি দীনে, ক্ষতি কি হেরিলে, নয়ন কোণে ॥

হেমা! হেরিলে হইব পার, এ কোন তোমারে ভার, মহিমা জানে জগজনে ॥

শঙ্কট বারিণি, তারয় তারিণি! দুর্গে দুর্জ্জয় নিবন্ধনে।

হেমা! বারে বারে যন্ত্রণা কমলাকান্তের, শ্যামা! মা হৈয়ে গো! দ্যাখ কেমনে ॥ ১৮১ ॥

রাগিণী টোড়ী। তাল কাওরালি।

জননি তারিণি! ভব ঘোরে, আমি যে ভজন বিধি না জানি ॥

মহাপাপি দুরাচারি, আমি যদি ভবে তরি, তবে জানি তারানাম তরণী ॥

দুরাশয় দেখে মোরে, কেহ না নিস্তার করে, শুনেছি পতিতে,

তারে তারিণী। উপায় না দেখি আর, দিয়েছি তোমারে ভার, যা কর ত্রিপুর হর ঘরণি ॥

অসার করিয়ে সার, ভ্রমি ভবে বারে বার, মিছে কাজে গ্যাল দিন যামিনী। কমলাকান্ত নিতান্ত শরণাগত, বারে হের আশুতোষ রমণি ॥ ১৮২ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

আর কিছু নাই সংসারের মাঝে, কেবল কালী সার, রে।
আমার মন কালী, ধন কালী, প্রাণ কালী আমার, রে ॥
কেহ সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে, পেয়েছে রাজ্যভার।
আমার দরিদ্রের ধন, দুখানি চরণ, হৃদয়ে পরেছি হার, রে ॥
এতনু ধারণে, এতিন ভুবনে, যাতনা নাহিক কার।
কিন্তু হেরিলে ওমুখ, দূরে যায় দুঃখ, এই গুণ শ্যামা মার, রে ॥
কমলাকান্ত হৈয়ে ভ্রান্ত, বেড়াইছে বারে বার।
এবার অভয় চরণ, লয়েছে শরণ, অনায়াসে হবে পার, রে ॥ ১৮৩ ॥

রাগিণী লুম্ খাম্বাজ। তাল একতালা।

দেখো ত্রাণ কর মা! এ শঙ্কটে পাষাণের বেটি।
ভেবে পেটে ওস্ম হোলো, প্রাণ শুখায়ে কুলের আঁটি ॥

আমি অতি অভাজন, না জানি ভজন সাধন, করি মা এক নিবেদন, মরণ কালে হয় না যেন, যমের সঙ্গে লুটাপাটি ॥

আমি তোমার ক্ষেপা পাগল, কোরে্য বেড়াই মিছে গোল; না বন্নাম মুখে দুর্গা বোল, কমলের ভরসা কেবল, মায়ের রাঙ্গা চরণ দুটি ॥ ১৮৪ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্ তেতালা।

হে গিরি নন্দিনি, ভব ভয় ভঞ্জিনি, হর গৃহিণি শিবে পরমেশানি, স্মরহরমনমোহিনি॥

জগত জননি, জগদানন্দদায়িনি, সৃজন পাল লয় কারিণি তারিণি, বিধিহর ধরণীধর বন্দিনি॥

ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণি, ব্রহ্মময়ি সনাতনি, চরাচর নাগনর সুর প্রতি-পালিনি। কমলাকান্ত কৃতান্ত নিবারিণি, ত্রিগুণ ধারিণি, ত্রিপুরে পরমাত্মনি, কলিভব কলুষ নিচয় খণ্ডিনি॥ ১৮৫॥

রাগিণী পূরবী। তাল একতালা।

নারায়ণি! সুমতি দেহি মে শিবে।

অপরাধ সম্বর হরঘরণি॥

ত্রিগুণ ধারিণি, শমন বারিণি, গণেশ জননি মহেশ রাণি॥

উমে দিগম্বরি, শঙ্করি সুরেশ্বরি, ভৈরবি ভবানি বাণি॥

ত্রিপুরে বরদায়িনি, দিতিসুত কুলনাশিনি, অভয়াসি বর নর কর শির হার ধারিণি। শঙ্কর মনমোহিনি, শ্যামে ভীমে শিবানি, কমলে বিমলে ত্রিনয়নি॥

* কালিকে কপালিকে, শুভদে গিরিবালিকে, শুভঙ্করি শিবে, শম্ভু-নাথসঙ্গিনি। কমলাকান্ত পতিতে, ত্রাহি দুর্গে ভবার্ণবে, পতিত-তারিণি কলুষহারিণি॥ ১৮৬॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল কাওয়ালি।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনি গিরিজে অম্বে অম্বুজলোচনি।

ভবজননি, ভবসাগরতরণি, ভবরমণি ভয়হারিণি॥

পরমে পরমেশানি, স্মরহরস্মরণি, উমে শিবানি।
ত্রিভুবন তারিণি, ত্রিপুর বিনাশিনি, মদনদহন-মনমোহিনি॥
যগলে বিমলে বালে, হিমকর ভালে, উমে করালে।
মণিপুর বিবর নিবাসিনি কমলে, কমলাকান্ত বিমোচনি॥ ১৮৭॥

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

শিবসুন্দরি গো মা! স্তুতিং ন জানামি।
কর যা না কর পার, তবু তোমারি আমি॥

তৃষ্ণা নিদ্রা ক্ষুধা মায়া, শক্তিরূপা শিবজায়া; নির্গুণা সগুণাত্মিকা সর্ব্বস্ব রূপিণী।।

হে কালি! ত্বং শান্তি ভ্রান্তিভয়হারিণী, হরবধূ হেরম্ব জননি, প্রণমামি॥

সুরাসিন্ধু সরসিজে, সদানন্দ নিত্যং ভজে; পঞ্চাশন্মাতৃকা রূপা, চন্দ্রার্দ্ধ ধারিণী, মা। কমলাকান্ত তব মহিমা কি জানে, তোমাময় ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডময় গো তুমি॥ ১৮৮॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল একতালা॥

শ্যামাধন কি সবাই পায়। অবোধ মন! বুঝনা একি দায়॥
শিবেরো অসাধ্য সাধন, মন! মজনা রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, যেপদ না-ধ্যানে পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত, তবু সে চরণ চায়॥ ১৮৯॥

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

মন্মথ মথনং ভুতেশং সদা, শশি শেখরং ভজে॥

ত্রিগুণাকরং ত্রিলোচন সুন্দরং হরং, গঙ্গাধরং গুরুং গিরিজাবরং ভজে॥

প্রমথাধিপং পরানন্দ প্রকাশকং। পরমার্থদং পরং পরমেশ্বরং ভজে। কমলাকান্ত ত্রিতাপ বিনাশনং বৃষভাসনং বিভুং শিবশঙ্করং ভজে॥ ১১০॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল কাওয়ালি।

ভৈরোঁ আইল মায়া পাইল, ত্রিশূল ডমরু হাতে।
ঘোরদল পরদল, ভৈগেল সমফল, মিলিব জননীর সাতে॥
ভৈরোঁ বালা, জগমন আলা, নর শির মালা সোহে।
সঙ্কট বঙ্কট বিকট কপট লট, পরশু দেখাইল মোহে॥
জটাজুট আর সিন্দুর ভালে, বম্ বম্ গাল বাজাইল।
তাকর পিছে, অম্বা নাচে, কমল অমল পদ পাইল॥ ১১১॥

রাগিণী কানাড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

ভৈরবী ভবভয়হরা ভবদারা ভৈরবী ভৈরববরা॥

অমিতাঙ্গ ধরা, হে গিরিনন্দিনি! ত্রিগুণাধারা ত্রিতাপবিনাশিনী তারী, হে নারায়ণি আগো শ্যামা, অসীমমহিমাগুণ, তারা॥

অসি মুণ্ড বরাভয় করা, অজরা অমরা সুরেশ্বরী ত্রিপুরা। ভুবনাকারা, ত্রিভুবনসারসারা, করুণাময়ি কুরু কৃপা, কমলাকান্তেরো হৃদিপরা॥ ১১২॥

রাগিণী মল্লার। তাল জলদ্ তেতালা।

বারে বারে শ্যামা! কত নাচ, গো।
বিবসনি বাস নাসম্বর, ওমা হরোপরে নগনা হইয়ে আছ, গো॥

খরতর অসিবর বামকরে ধৃত, কুন্তল তার কি কারণ লম্বিত ;
পদ ভরে ধরাধর থর থর কম্পিত, অমরে আনন্দ বর যাচ, গো ॥
শুভবর প্রার্থিত সুর নর মুনিগণে, দনুজতনয়কুল কম্পিত জীবনে ;
কমলাকান্ত নিবেদন শ্রীচরণে, কাতর তনয়ে কালি ভুলেচ, গো ॥ ১৯৩ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

বল আর কার তারানাম আছে, গো জননি।
এমন্ নাম আর কার আছে, গো বিপদনাশিনি ॥
আগমে শুনেছি নাম, পুরাও মনেরি কাম, পঞ্চমুখে পঞ্চনাম, জপেন শূলপাণি ॥
মূলাধারে সহস্রারে, কমল বিরাজ করে, কমলাকান্তেরই হৃদে, কমলবাসিনী ॥ ১৯৪ ॥

রামপ্রসাদী সুর। তাল একতালা।

দীন হীন অতি কাতর নিরাশ্রয়, আশ্রয় তব চরণাম্বুজ রজ ॥
সংসার সৃজন লয় পালন কারিণী, শ্রীচরণে আশ্রিত যার হরিহর অজ ॥
মম তনু অনুগত কৃত শত দুষ্কৃত, সে ভয়ে সভয় করে তপন তনুজ।
কমলাকান্ত কাল ভয় হুরয়, পূরয় নিজদাস আশ মনসিজ ॥ ১৯৫ ॥

রাগিণী কেদারা। তাল জলদ্ তেতালা ॥

কিঞ্চিৎ কৃপা অবলোকন কর কালি ! কালভয় হারিণি ॥
ত্বমসি গতির্ম্মম ইহ সংসারে, সংসারার্ণবতারিণী, তারিণি ॥
কলিজ কলুষহরা, ত্রিগুণহারিণী তারা, সৃজন পালন লয় কারণ কারিণী। কমলাকান্ত হৃদয় তম নাশিনী, সর্ব্বদা সদানন্দ হৃদি-চারিণী ॥ ১৯৬ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল একতালা।

তরণী মাঝি মেয়ে, রে! চল দেখে আসি গিয়ে।
এভব তরঙ্গ দেখে কি কর বসিয়ে॥
দশ মহাবিদ্যা রোয়েছে ঘেরিয়ে।
তার মাঝে বসে আমার শঙ্কর যোগিয়ে॥
বাজিছে মৃদঙ্গ মাদল, তাতা থেয়ে থেয়ে।
দেব সারি গায় কমল, অতুল ভাবিয়ে॥ ১৯৭॥

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্ তেতালা।

কলুষ নিবারয়, গো শ্যামা!
ফিরে চাও নয়ন কোণে, ওগো হররমা॥
দীন হীন কাতরে, কুরু কৃপা শঙ্করি, খলু ভবার্ণব তরি তব নামা॥
হরবধূ হর, তামস কমলের, এই মানস পূরয় মনোগত অভি-রামা॥ ১৯৮॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল একতালা।

বার বার মন এবার, শমনে ভয় কি আর, রে।
একবার দিনে, যদি ভাব মনে, শ্যামাচরণ সার, রে॥
জনমে জনমে হইয়ে দৈন্য, গতায়াত কর চরণ ভিন্ন; যে দেখ অন্য সকল শূন্য, কেবল অন্ধকার, রে॥
কিবা নীচ জাতি কিবা দ্বিজরাজ, প্রকাশে সকল হৃদয় মাঝ; জ্ঞান নয়নে, দেখে যেই জনে, সে ধরে ভুবন ভার, রে॥ ১৯৯॥
কমলাকান্ত করে নিবেদন, কালীর তনয়ে কি করে শমন; ভুলনা রে মন! অভয় চরণ, মিনতি রাখ আমার, রে॥ ১৯৯॥

রাগিণী খট্। তাল জলদ্ তেতালা।

কালী কালী রট, কালী কাল্ নিবারিণী।
কালী জানে গতি তোর, রে মানসা॥

কলি কুলষার্ণব তারণ তরণী। দীন জননী শরণাগত পালিনী॥

জন্ম মৃত্যু জরা, ব্যাধিহরা শিবকরা, তারা ব্রহ্মময়ী পরা, পরমানন্দ দায়িনী। কমলাকান্ত মানস তম নাশিনী! ত্রাণ কারিণী জানি, ভবভয়হারিণী॥ ২০০॥

রাগিণী গৌরী। তাল জলদ্ তেতালা।

ওরে মধুকর রে! মজিলে কি রসে।
হেরিয়ে না হের মা মোর, সুধা বরিষে॥

ত্যজিয়ে পরম রস, হইয়ে ইন্দ্রিয় বশ, আপনার অলসে। অচে-তন মূঢ় সম, মিছা আশে সদাভ্রম, কমলে নির্ম্মল প্রেম, রাখিবে কিসে॥ ২০১॥

রাগিণী বাহার। তাল জলদ্ তেতালা।

মন রে! শ্যামাচরণ কর সার, আরে মন! দেখি ভাল রবিসুত কি করে॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি, শ্রীচরণে সঁপিলাম, দেখি কিসে পরাভব করে আমারে, রে!॥

রবি শশী অনল অচল আনলে যদি, যোজয় দিবা নিশি কাল গণনা কে করে। দণ্ড অখণ্ড সদৃশ পরমানন্দে তোর অন্তরে আনন্দ ময়ী বিহরে॥

কমলাকান্ত অলস যদি সাধনে, অনায়াসে সারে কালীনামব্রহ্ম রটরে। বিরমত্ত রঙ্গে সঙ্গে অনিমাদয়, তৃণ গণি শমন সঙ্কটে রে॥ ২০২॥

রাগিণী খট্ যোগিয়া। তাল জলদ্ তেতালা।

আমার মন উচাটন কেন হয়, মা! স্থিরত না রহে তব শ্রীচরণে।
মাতিল মাতঙ্গ সম গো! অঙ্কুশ না মানে॥

জনমে জনমে কত, করিয়ে কঠিন ব্রত, পেয়েছি পরম পদ, মা! পরম যতনে॥

পাইয়া অমূল্য নিধি, হেলায় হারালাম যদি, কি কাজ ঐহিক সুখে মা! ধিক্ এজীবনে, গো॥

না জানি সাধন বিধি, হৈয়েছি মা অপরাধি; সে কারণে মম মন, চঞ্চল সঘনে। কাতর হোয়েছি অতি, স্থির কর মম মতি, কমলাকান্তের প্রতি, মা! হের গো নয়নে॥ ২০৩॥

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

যোগী শঙ্কর আদি মহেশ।
পুরুষ পুরুষ প্রধান ত্রিলোকাবাস॥
ত্রিপুর দহন ত্রিনয়ন ত্রিগুণেশ।
ত্রৈলোক্য পাবন ত্রিকাল ত্রিপুরেশ॥
কমলাকান্ত ত্রিতাপ বিনাশ।
দাতা দিগম্বর, ভো! আশুতোষ॥ ২০৪॥

রাগিণী খট্। তাল জলদ্ তেতালা॥

ও রমণী কালো এমন্ রূপসী কেমনে।
বিধি নিরমিল নব নীরদ বরণে॥

বামা অট্ট অট্ট হাসে, দশনে দামিনী খসে, কত সুধা ক্ষরে বামার শুবিধুবদনে॥

সিন্দূর বর দিনকর সম শোভা, অম্বুজ বদন মদন মনোলোভা। তপন দহন শশি, উদয় হয়েছে আসি, সত্ব রজ স্তম গুণ অরুণ নয়নে॥

নাভি সরোবর নীরজ বিহারে, ঈষদ বিকচকমল কুচভারে। গলিত কুন্তল জাল, গলে নর মুণ্ডমাল, শবশিশু শোভে মায়ের যুগল শ্রবণে॥

চারু চরণ যুগ আভরণ বৃন্দে, নখর মুকুর কর হিমকর নিন্দে। কমলাকান্ত হেরি, রূপ অতি মাধুরি, শরণ লইল শ্যামার সুনির্ম্মল চরণে ॥ ২০৫ ॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

নীলকান্ত কান্ত কলেবর শ্যামা! কুরু তাণ্ডব মম হৃদয়ে, গো মা।
সুরতরু মূল, রতন ময় ভবনে, পরমানন্দ মিলয়ে, গো ॥
নব কুসুমালয়, কুঞ্জ প্রকাশয়, নাশয় তিমির চয়ে।
কমলাকান্ত সফল কুরু মানস, ত্রাণকর এভব ভয়ে, গো ॥ ২০৬ ॥

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

তারা! অকিঞ্চনের ধন, তব শ্রীচরণাম্বুজ।
হেমা! চেয়েছে যেজন, পেয়েছে ওধন, আমি তা পাব না কেন?
আমার বোলে আমি চাই, নইলে ভার দিতাম নাই।
পিতামহ ধন, ত্যজে কোন জন, পুরাণে একথা মান ॥
কমলেরে বারে বার, বঞ্চনা না সহে আর; এবড় প্রমাদ, শিব সঙ্গে বাদ, সে ভয়ে কাঁপিছে প্রাণ ॥ ২০৭ ॥

রাগিণী গুজ্জরি টৌড়ী। তাল জলদ্ তেতালা।

অভয়ে! দেহি শরণং, করুণাময়ি! কাতরে,
অনুগত জন প্রতিপালিনি, গো ॥
ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে, ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনি, গো ॥
ত্রিভুবন সৃজন পালন লয় কারিনি, শ্রুতি স্মৃতি গতি দায়িনি।
কমলাকান্ত প্রমোদ প্রদায়িনি, চন্দ্রচূড় হৃদি চারিণি, গো ॥ ২০৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

মা! গুণময়ি গুণময়, করুণাময়ি করুণাময়, দীন দয়াময়ি দীন দয়াময়॥

সদানন্দময়ি চিদানন্দময়, প্রেমময়ি প্রেমময়, জ্ঞানময়ি জ্ঞানময়, কৃপাময়ি কৃপাময়॥

ত্রিজগতময়ি ত্রিজগতময়, ত্রিভুবনাশ্রয়ি ত্রিভুবনাশ্রয়, সুখময়ি সুখময়, ভুবন বিজয়িনি, ভুবন বিজয়।

পরাব্রহ্মময়ি পরব্রহ্মময়, মনোময়ি মনোময়, কমলাকান্ত কমল হৃদয়, প্রকাশয়, কুরু জ্ঞানারুণোদয়॥ ২০৯॥

রাগিণী অহং খাম্বাজ। তাল ঢিমা তেতালা।

করুণাময়ি! দীন অকিঞ্চনে বারেক হের, মা॥

তুমিত যশদা, মগনা সুধানন্দে, কালীতনয় ত্রাসিত এভব বন্ধনে॥

আমি যে শুনেছি তব, পতিত পাবনী নাম, দয়াময়ী দীন তারণে।

কমলাকান্ত ক্রিয়াহীন পতিতে, ত্রাহি কৃপা অবলম্বনে, গো॥ ২১০॥

রাগিণী সুরট। তাল জলদ্ তেতালা।

করুণাময়ি কালি! করুণাধন কোথা থুলে।

দীন হীন দেখে, দয়াময়ি! দয়া পাশরিলে॥

পুরাণ সম্মত বত, কলিযুগ বর্ণন, যতনে করেছি আমি সব প্রতি-পালন। কলিজয়ী কালীনাম, চরণে পরম ধাম, এযদি প্রমাণ তবে কেন কৃপা না করিলে॥

পেয়েছি পরম ভয়, হৈয়েছি মা নিরাশ্রয়; খেয়েছি বিষয় মধু, রয়েছি মা ভ্রমে ভুলে। কমলাকান্তের গতি, বুঝিলাম কঠিন অতি; পতিত পাবনি যদি, পতিতে নির্দয় হৈলে॥ ২১১॥

রাগিণী রামকেলী। তাল একতালা।

কালি! কেনে করিলে একাল্ যন্ত্রণা, গো!
আশুতোষ জায়া, হইয়ে নিদয়া, পরিহরি করুণা॥

প্রকৃতি পুরুষ তুমি গো আদি, সগুণাগুণ তুমি অনাদি; তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান যন্ত্র, তোমারি মন্ত্রণা॥

বিষয় আশে মনসি ত্রাস, পরমালয় সুখ নিবাস; দুখ বিনাশ সুখ প্রকাশ, পূরয় বাসনা॥

কমলাকান্ত ওপদে নম্র, তব সাধন না জানে মর্ম্ম; ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটালে কর্ম্ম, একি প্রবঞ্চনা॥ ২১২॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

আনন্দময়ি! তার, গো সকরুণ নয়নে চাও, মা!
এতনু দহে বিষয়ানলে, তাপিত তনয়ে জুড়াও, গো॥
ত্রিভুবন তারণ কারণ তারানাম, নিজগুণে পতিতে তরাও॥
কমলাকান্তে ক্রিয়া বিহীনে আর, কেন মিছে ভ্রমণে ভ্রমাও॥২১৩॥

রাগিণী ঝিঝিট্। তাল জলদ্ তেতালা।

কাল্ স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি কি আনন্দ আমার।
হিম গিরি হে! জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥

বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে; আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার। জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার। গিরিরাজ॥

ভিখারী সে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী; আর না কখন মনে, কর একবার। কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার॥

কমলাকান্তের বাণী, শুনহে শিখর মণি; বিলম্ব না কর আর, হে! গৌরী আনিবার। দূরে যাবে সব দুঃখ, মনেরি আন্ধার। গিরিরাজ॥ ২১৪॥

রাগিণী টোড়ী। তাল জলদ্ তেতালা।

যাও গিরিবর হে! আন যেয়ে নন্দিনী, ভবনে আমার ॥

গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রোয়েছ ঘরে, কি কঠিন হৃদয় তোমার, হে ॥

জানত জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত, পরিধান বাঘাম্বর শিরে জটাভার। আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তাঁরে, কত আছে কপালে উমার ॥

শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতাছাই; ভূষণ ভীষণ আর, গলে ফণী হার। একথা কহিব কায়, সুধা ত্যজি বিষ খায়, কহ দেখি একোন বিচার ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈল শিরমণি; শিবের যেমন রীত, বুঝিতে অপার। চরণে তুষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার, এনে উমা না পাঠাব আর ॥ ২১৫ ॥

রাগিণী সুরট-সিন্ধু। তাল ঢিমা তেতালা।

ওহে গিরিরাজ! গৌরী অভিমান করেছে।

মনোদুঃখ নারদে কত না কয়েছে ॥

দেব দিগম্বরে, সোঁপিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে ॥

হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড় মাল, জটায় কাল ফণী দুলিছে।

শিবের সম্বল, ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারি মন্ ভুলেছে ॥

একে সতিনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।

তাহে সুরধুনী, স্বামী সোহাগিনী, সদা শঙ্করের্ শিরে রয়েছে ॥

কমলাকান্তের, নিবেদন ধর, একথা মোর মনে লৈয়েছে। তুমি শিখরমণি, তোমার নন্দিনী, ভিখারীর ভিখারিণী হয়েছে ॥ ২১৬ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল তিওট।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে ॥

এই, এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল, হে ! আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে ॥

মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি, বিতরে অমৃত রাশি, সুললিত বচনে। অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম্ গিরি, হে ! ধৈরয না ধরে মম জীবনে ॥

আর শুন অসম্ভব, চারিদিগে শিবা রব ; হে ! তার মাঝে আমার উমা, একাকিনী শ্মশানে। বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার, হে ! না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে ॥

কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যবতী গিরিরাণি, গো ! যেরূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে। ওপদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী, গো ! হর হৃদিমাঝে রাখে, অতি যতনে ॥ ২১৭ ॥

রাগিণী কেদারা। তাল একতালা।

গিরি ! প্রাণগৌরী আন আমার।
উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক, এঘর লাগে আন্ধার ॥

আজি কালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে ; প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, একি তব অবিচার ॥

সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রোয়েছি পরাণে ধরে ; ধিক্ হে আমারে ধিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর ॥

কমলাকান্ত কহে নিতান্ত, কেন্দনাকো রাণি হও গো ! শান্ত ; কে পাইবে তোমারি উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার ॥ ২১৮ ॥

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল জলদ্ তেতালা।

বল আমি কি করিব, কামিনী করিল নিদ্দারুণ বিধি, পরবশ পরের অধিনী॥

আমার মন যাতনা কে জানিবে অন্যে, আপনার মনোদুঃখ আপনি সে জানি॥

দিবানিশি বারে বার, কত না সাধিব আর, শুনিয়ে শুনে না গিরি শিখরমণি। উমার লাগিয়ে, আমার প্রাণ যেমন করে, কাঁরে কব কেবা আছে দুখের দুঃখিনী॥

সুখে থাকুন্ গিরিরাজ, তাঁহার নাহিক কায; আমিত ত্যজিব লাজ, শুন সজনি। কমলাকান্তেরে লৈয়ে, বল গো কৈলাসে যেয়ো; আপনি আনিব আমি, আপন নন্দিনী॥ ২১৯॥

রাগিণী ললিত। তাল জলদ্ তেতালা।

তাঁরে কেমনে পাসরে রয়েছো, গো গিরিরাণি!
সেতো সামান্য মেয়ে নয় কণকপ্রতিমা॥

আমরা পরের নারী, তাঁরে না দেখিলে মরি, তুমি তাঁর্ জননী তাঁর্ উদরে ধরেছো॥

দেখেছি দিয়েছো যারে, জটিল দিগম্বরে, তার কি ধন দেখিয়ে ঘরে, মেয়ে সুপেছো। পাষাণ্ শিখররাজ, তিলে না বাসয়ে লাজ; তুমি সেই পাষাণ দিয়ে, হিয়ে বেঁধেছো॥

জনমে জনমে কত, করেছো কঠিন ব্রত, অনেক যতনে গৌরী ধন পেয়েছো। কমলাকান্তের বাণী, জাননা শিখররাণি, ত্রিলোক জননী, তার্ জননী হয়েছো॥ ২২০॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা।

কবে যাবে বল গিরিরাজ! গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে, হে ॥

গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে; কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে। কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি, নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥

সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে, তুমি হে! পাষাণ তাহে, না কর মনেতে। কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি! কেমনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে ॥ ২২১ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

বারে বারে কহ রাণি! গৌরী আনিবারে।
জানত জামতার রীত, অশেষ প্রকারে ॥

বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি, ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণি; ততোধিক শূলপাণি, ভাবে উমামারে। তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদিপুরে; সে কেন পাঠাবে তাঁরে, সরল অন্তরে।

রাখি অমরের মান, হরের গরল পান; দারুণ বিষের জ্বালা, না সহে শরীরে। উমার অঙ্গের ছায়া, শীতল শঙ্কর কায়া; সে অবধি শিব জায়া, বিচ্ছেদ না করে ॥

অবলা অলপ মতি, না জান কার্য্যের গতি, যাব কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে। কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ; তার মা বটে মানায়ে যদি, আনিবারে পারে ॥ ২২২ ॥

রাগিণী বিভাস। তাল ঢিমাতেতালা ॥

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে ॥
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধিরে ॥

মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব, আজি তনু জুড়াইব, আনন্দ সমীরে। পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি, ঘরে আসি কি কব রাণীরে॥

দূরে থাকি শৈল রাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা, পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেমনীরে। মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়, উমারে আনিতে হবে ঘরে॥

প্রবেশে কৈলাসপুরী, নাভেটিয়ে ত্রিপুরারি; গমন করিল গিরি, শয়ন মন্দিরে। হেরিয়ে তনয়া মুখ, বাড়িল পরম সুখ, মনের তিমির গেল দূরে॥

জগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়, নিষেধ করয়ে গিরি, ধরি দুটি করে। কমলাকান্ত সেবিত তব শ্রীচরণ, মা! আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে। ২২৩॥

রাগিণী যোগিয়া। তাল জলদ্ তেতালা॥

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর! কর অনুমতি হর, যাইতে জনক ভবনে॥

ক্ষণে ক্ষণে মম মন, হইতেছে উচ্চাটন, ধারাবহে তিন নয়নে॥

সুরাসুর নাগ নরে, আমারে স্মরণ করে; কত না দেখেছি স্বপনে, যোগনিদ্রা ঘোরে। বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি, মা দুর্গা বল্যে ডাকে সঘনে॥

মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি, কত না চুম্বয়ে বদনে। জাগিয়ে নাদেখি মায়, মনোদুঃখ কব কায়, বল প্রাণ ধরি কেমনে॥

হউক্ নিশি অবসান, রাখ অবলার মান, নিবেদন করি চরণে। কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ! অনুচর, বোল্যে যাই আসিব ত্রিদিনে। ২২৪॥

রাগিণী ললিত যোগিয়া। তাল তিওট ॥

ওহে হর গঙ্গাধর ! কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনকভবনে ॥
কিভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ লেখনে, হয় নয় প্রকাশ বদনে ॥
জনক আমার গিরিবর, আসি উপনীত, আমারে লইতে আর, তব দরশনে। অনেক দিবস পর, যাইব জনক ঘর, জননীরে দেখিব নয়নে ॥
দিবানিশি অবিরত, কান্দিছে জননী কত ; হে ! তৃষিত চাতকীর মত, রাণী চেয়ে পথ পানে। না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুখ, না কহিলে যাইব কেমনে ॥
নাথ ! পুর মন আশ, না করহ উপহাস, বিদায় করহ হর ! সরল বচনে, হে। কমলাকান্তেরে দেহ নাথ ! অনুচর, বল্যে যাই আসিব তিনদিনে, হে ! ২২৫ ॥

রাগিণী মালসী। তাল আড়া চৌতাল ॥

গিরিরাণী যন্ত্র সাধন মন্ত্র পড়ে, নানা তন্ত্র করিয়ে বিচার ॥
বলে আজ্ আসিবে, আমার গৌরী গজানন, কি শুভদিন গো আমার ॥
কনক নির্ম্মিত কুম্ভ দিছে তাহে কুসুম চন্দন সার, গো রাণী।
আমন্ত্রি সুরগুরু, পূজয়ে নবতরু, যেমন আছে কুলাচার ॥
মৃদঙ্গ মোহিনী, দুন্দুভি দরপিণী, বাজিছে বিবিধ প্রকার গো গিরি-পুরে। নগর রমণী, উলু উলু ধ্বনি, আনন্দে দিছে বারেবার ॥
বিজয়া হেন কালে, আসি রাণীরে বলে, বিলম্ব কেন কর আর, গো রাণি। কমলাকান্তের, জননী ঘরে এলো, প্রাণের গৌরী তোমার। ২২৬ ॥

রাগিণী ছায়ানট। তাল তিওট ॥

ওগো হিমশৈল গেহিনি, গো রাণি! শুন মঙ্গল বচন, এলো গিরি লয়ে প্রাণ উমারে ॥

কি কর কি কর রাণি! শুন গো জয় জয় ধ্বনি, আজি কি আনন্দ গিরিপুরে ॥

দেখে এলাম রাজপথে, তোমার তনয়া দাঁড়ায়ে রথে, গো! শ্রমবিন্দু মুখবরে। বারেক সে মুখ চেয়ে, অমনি আইলাম ধেয়ে, পুণ্যবতি! লইতে তোমারে ॥

জয়া! কি বলিলে আর্‌বার্ বল, আমার গৌরী কি ভবনে এলো গো! মরেছিলাম না দেখিয়ে তাঁরে। কহিতে কহিতে রাণী, ধাইল যেন পাগলিণী, কেশপাশ বাস না সম্বরে, গো! ॥

দেখিয়ে সে চাঁদমুখ, রাণী পাশরিল সব দুঃখ, গো কোলে নিল ধোরে দুটি করে। কমলাকান্তের বাণী, বিলম্ব নাকর রাণি! বরণ বরিয়ে লহ ঘরে। ২২৭ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা ॥

এখনি আসিবে গো! গিরিরাজ, আনন্দে অভয়া লয়ে।
আজি জুড়াইব আঁখি, চল সখি দেখি গিয়ে ॥

মেনকা রাণীর দাসী, প্রতি ঘরে ঘরে আসি, মনের তিমির নাশি, মঙ্গল গিয়েছে কয়ে। তোমরা যতেক এয়ো, রাজার ভবনে যেয়ো, বরণ বরিয়ে রাণী, লবে গো আপনার্ মেয়ে ॥

নগর নিকটে শুনি, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি; ধাইল যত রমণী, সবে উন্মত্তা হৈয়ে। সম্মুখে শঙ্করী রথ, হেরিয়ে যুবতী যত; পাশরিল মনোদুঃখ, বিধুমুখ নিরখিয়ে ॥

হেন কালে শৈল রাণী, এলো যেন পাগলিনী; মুখে নাহি সরে বাণী,

রৈল ও চাঁদমুখ চেয়ে। কমলাকান্তের ভাষা, পূরিল মনের আশা ;
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি, বিধি দিল মিলাইয়ে। ২২৮ ॥

রাগিণী সিন্ধোড়া। তাল জলদ্ তেতালা ॥

জয় জয় মঙ্গল বাজন, বাজে ঘনে ঘন ; আগো রাণি ঐ এলো গিরি, রাণি গো ! গৌরীরে লয়ে ॥

কি কর শিখর রমণি ! গৃহ অন্তরে, মা ! তনয়া দেখ না আসিয়ে ॥

শুনিয়ে জয়ার বাণী, অমনি ধাইল রাণী, পুলকে পূর্ণিত হইয়ে। ক্ষণে অচেতনা, ক্ষণে স্থকিত নয়না, রাণী ক্ষণে ডাকে উমা বলিয়ে ॥

বাহির প্রাঙ্গনে আসি, দূরে গেল দুঃখরাশি, উমাশশী মুখ হেরিয়ে। ত্রিগুণ জননী, অনায়াসে গিরিগেহিণী, কোলে নিল করে ধরিয়ে ॥

সারি সারি নারী ধায়, সবে সুমঙ্গল গায়, কোলাহল রব করিয়ে। কমলাকান্ত, হেরি শ্রীমুখ মণ্ডল, নাচে করতালি দিয়ে। ২২৯ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা ॥

এলো গিরিরাজ, রাণি ! উমারে লইয়ে, গো।
কি কর কি কর গৃহে, দেখ না আসিয়ে, গো ॥

লম্বোদর কোলে করি, আগে আগে ধায় গিরি, ষড়ানন অঙ্গুলি ধরিয়ে। তারপাছে উমা ধায়, তোমার মুখ চেয়ে, গো ! ॥

সখীর বচন শুনি, ধায় যেন চকোরিণী, শশিরে ষোড়শী নিরখিয়ে। তেমতি ধাইল রাণী, উনমত্তা হৈয়ে, গো ! ॥

আঙ্গিনায় বাহিরে আসি, হেরি গৌরী মুখশশী, কোলে নিল বরণ বরিয়ে। পুলকে কমলাকান্ত, গিরিপুরে আনন্দ দেখিয়ে। ২৩০ ॥

রাগিণী বিভাষ যোগিয়া। তাল জলদ্ তেতালা ॥

এলো গিরি নন্দিনী, লয়ে সুমঙ্গল ধ্বনি, ঐ শুন ওগো রাণি ॥
চল বরণ বরিয়ে, উমা আনি যেয়ে, কি কর পাষাণ রমণি, গো ! ॥

অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী ॥
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি, উমামুখ শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী ॥
গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী, ভবনে লইল ভবানী। কমলা-কান্তের, পুলকে অন্তর, হেরি ও বিধুমুখ খানি। ২৩১ ॥

রাগিণী সুরট। তাল একতালা ॥

আমার উমা এলো বলে, রাণী এলোকেশে ধায়। যত নগরনাগরী, সারি সারি সারি, দৌড়ি গৌরী মুখ পানে চায় ॥
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে; কার আধ শিরসি বেণী, কার আধ অলকা শ্রেণী; বলে চল চল চল, অচল তনয়া হেরি ওমা! দৌড়ে আয় ॥
আসি নগর প্রান্তভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে; কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধর বারি; তখন্ গৌরী কোলে করি, গিরিনারী, প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায় ॥
কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর কিন্নরীগণ সাজে; কেহ নাচত কত রঙ্গে, গিরীপুর সহচরী সঙ্গে; আজু কমলাকান্ত, গো! হেরি নিতান্ত, মগ্ন দুটি রাঙ্গাপায়। ২৩২ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ঢিমাতেতলা ॥

গিরিরাণি! এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবন ধন ॥
কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূল ধারি, প্রাণ উমা আনিলাম নিজপুরে ॥

দেখো মনে রেখ ভয়, সামান্যা তনয়া নয়, যাঁয়ে সেবে বিধি বিষ্ণু হরে। ওরাঙ্গাচরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জ্জটি, তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে॥

তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া, ছায়ামাত্র জীবনাম ধরে। ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, কালী তারা নাম ধরি, কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে॥

অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া ছলে, ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে। মেনকারানি!। কমলাকান্তের বাণী ধন্য ধন্য গিরিরাণি! তব পুণ্য কে কহিতে পারে। ২৩৩॥

রাগিণী বিভাষ। তাল জলদ্‌তেতলা॥

আল্যে আমার প্রাণেরো অধিক গো! উমামুখ হেরিয়ে নয়ন জুড়াল, গো!॥

আজু মোর শুভদিন, হেরি ও বিধুবদন, মা! মনের তিমির দূরে গেল, গো!॥

• সবে কয় মা! গিরিপুরে, হর কি মশানে ফিরে? মা! শুনে বড় দুঃখ উপজিল, গো। ভাল হোলো এল্যে তুমি, আর্ না পাঠাব আমি, বুঝি বিধি প্রসন্ন হইল, গো!

আপনার অঞ্চলে রাণী, মুছায়ে চাঁদমুখ খানি, প্রাণ উমা কোলেতে লইল, গো। হেরিয়ে ও চাঁদমুখ, পাশরিল সব দুখ, রাণী, সুখের সাগর উথলিল, গো॥

চারিদিগে পুরনারী; মাঝে রাণী কোলে গৌরী, ভবজায়া ভবনে লইল। কমলাকান্তের বাণী, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি, গিরিপুরে কি আনন্দ হোলো, গো॥ ২৩৪॥

রাগিণী মালসী। তাল তিওট

এল্যে গৌরি! ভবনে আমার।

তুমি ভুলে ছিলে, মা বল্যে বুঝি এতদিনে। চিরদিনে।

মায়ের পরাণ, কান্দে রাত্রিদিন, শয়নে স্বপনে হেরি গো! ওমুখ তোমার॥

কত কামনা করিয়ে কাঁদিনে, আমি রতন পেয়েছি যতনে; সচন্দন ফুলে, নব বিল্বদলে, পূজেছিলাম গঙ্গাধরে, গো! হৈয়ে নিরাহার॥

গিরিপুর রমণী চারিপাশে, কত কহিছে হাস পরিহাসে। তরু মূলে ঘর, স্বামী দিগম্বর, তা নহিলে আর কতদিন হইত তোমার॥

তুমি পুণ্যবতী গিরিরাণি! শুন কমলাকান্তের বাণী। জগত জননী, তোমার নন্দিনী, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন গো! চরণ যাহার॥ ২৩৫॥

রাগিণী খট যোগিয়া। তাল জলদ্ তেতালা।

শরত কমল মুখে, আধ আধ বাণী। মায়ের॥

মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখে ঈষদ হাসি, ভবের ভবনসুখ ভনয়ে ভবানী॥

কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর, মা! জিনি কত সুধাকর, শত দিনমণি। বিবাহ অবধি আর, কে দেখেছে অন্ধকার, কে জানে কখন দিবা কখন রজনী॥

শুনেছ সতিনের ভয়, সে সকল কিছু নয়, মা! তোমার অধিক ভাল বাসে সুরধুনী। মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে, কার কে এমন আছে সুখের সতিনী॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজ রাণি! কৈলাস-ভূধর ধরাধর চূড়ামণি। তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও, ভুলে থাক ভবগৃহে, ভূধর রমণি॥ ২৩৬॥

রাগিণী সিন্ধু মলতান। তাল জলদ্ তেতালা॥

শুনেছি মা! মহিমা তোমার, ওগো প্রাণ গৌরি! তুমি ত্রিভুবন জননী॥

মোর মনে ভ্রান্তি, অভয়া নিজ নন্দিনী, মা! কি জানি কুলকামিনী॥

পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, তুমি তমোরজঃ সত্ব, মাগো! তুমি গুণময়ী গুণ রূপিণী। নির্গুণ নীরূপ নিরঞ্জন বিভু তারে মা! তব গুণে সগুণ গণি॥

অবিদ্যা অপরা পরা, বিদ্যা তুমি পরাৎপরা, মা গো! তুমি বিশ্বময়ী বিশ্বকারিণী। যে জনা যে রূপে ভজে, মা তার হৃদয়াম্বুজে, সেইরূপে গতি দায়িনী॥

অসংখ্য তপের ফলে, তোমাধন পেয়েছি কোলে, মা গো! তুমি দয়াময়ী দুঃখহারিণী। কমলাকান্তের গতি, হে মা! তব নাম, ভব জলনিধি তরণী॥ ২৩৭॥

রাগিণী খট যোগিয়া। তাল জলদ্ তেতালা।

রাণী বলে জটিল শঙ্কর, কেমন আছো গো! হর, চন্দ্রশেখর শূলপাণি, গো!॥

যে অবধি নয়নে, হেরিলাম ত্রিলোচনে, আমি তোমার অধিক তাঁরে জানি, গো!॥

তাঁর পরিধান বাঘছাল, আভরণ হাড়মাল, মুকুট ভূষণ শিশুফণি। জিনি রজতাচল, অতিশয় সুনির্ম্মল, ভস্ম ভূষিত তনুখানি॥

আমার শপথ তোরে, স্বরূপে কহ না মোরে, প্রবল সতিনী সুরধুনী। স্বামীর সোহাগে ভাসে, সে তোরে কেমন বাসে, তাই ভাবি দিবস রজনী, গো!॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি! আশুতোষ দেবচূড়ামণি। না জানে আপনায় পর, যে আসে তাহারি ঘর, সুখে আছে তোমার নন্দিনী, গো! ॥ ২৩৮ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা ॥

আজু মন্দিরে ওমা! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে।
পূজয়ে ভকত বৃন্দ, জবা সুচন্দন দিয়ে ॥
আনন্দিত নর নারী, সবে পুলকিত হিয়ে।
মগন ভকতগণ, সদা ডাকে মা বলিয়ে ॥
সুরাসুর নাগ নর, নাচে উল্লাসিত হৈয়ে।
দিবা নিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে ॥
মহাপাপী দুরাচারী, নিস্তারিল নাম লয়ে।
পতিত কমলাকান্ত, রহিল শ্রীচরণ চেয়ে ॥ ২৩৯ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

ওরে নবমীনিশি! না হৈওরে অবসান।
শুনিছে দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥

খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত; আপনি হইয়ে হত, বধঁ রে পরেরই প্রাণ ॥

প্রফুল্ল কুমুদ বরে, সচন্দন লয়ে করে; কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার, চরণে করিব দান। মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি ভয়, যেন নাসহিতে হয়, রে! শিবের বচন বান।

হেরিয়ে তনয়ামুখ, পাশরিলাম সব দুঃখ; আজি সে কেমন সুখ, হতেছে স্বপন জ্ঞান। কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি! লুকায়ে রাখ না মারে, হৃদয়ে দিয়ে স্থান ॥ ২৪০ ॥

রাগিণী খট। তাল জলদ্ তেতালা।

কি হলো নবমীনিশি, হৈলো অবসান, গো!

বিশাল ডমরু, ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ, গো॥

কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ, মায়ের মলিন হয়েছে অতি, ওবিধু বয়ান॥

ভিখারি ত্রিশূলধারী, যা চাহে তা দিতে পারি; বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান। কেজানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত; আমি ভাবিয়ে ভবের রীত, হয়েছি পাষাণ, গো॥

পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠান যায়; মিছে আকিঞ্চন কেন, করে ত্রিলোচন। কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে; হর, আপনি রাখিলে রহে, আপনার মান, গো!॥ ২৪১॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

ওগো উমা! আজু কি কারণে পোহাল যামিনী।

এত অনুচিত কেন, গো করে শূলপাণি॥

আমি উমার লাগিয়ে, অনেক কেলেশ পেয়ে, এতনু সফল করি মানি। হেরিয়ে ও চাঁদমুখ, পাশরিলাম সব দুঃখ, আজু কেন কাঁন্দিছে পরাণি॥

আমি তোমারে পাইয়ে, সকল দুঃখ বিস্মরিয়ে, নাহি জানি দিবস রজনী। আজু বিধি বিড়ম্বিল, মনের আশা না পূরিল, এখন আমি কি করি নাজানি॥

সতত আমার মনে, তম সম তোমা বিনে, জল বিনে যেন চাতকিনী। অতি নিদারুণ হর, পাগল সে দিগম্বর, কেনে দিলাম তাহারে নন্দিনী॥

আমার মনের আগুন, দ্বিগুণ উথলে কেন, মা! বুঝি গিরি পাঠাবে এখনি। কমলাকান্তের, নিষেধ নামানে প্রাণ, নাছাড়িব চরণ দুখানি ॥ ২৪২ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল ঠুংরি ॥

জয়া বলগো! পাঠান হবে না,
হর মায়ের বেদন কেমন জানেনা ॥

তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার, ওকথা আমারে বোলোনা ॥ ওগো! হৃদয় মাঝারে, রাখিব বাছারে, প্রহরী এদুটী নয়ন। যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া! তখনি ত্যজিব জীবন। সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ, তিন দিন যদি রয়না। তবে কিসুখ আমার, এছার ভবনে, এদুঃখে প্রাণ আমার রবেনা ॥

যাতনা কেমন, নাজানে কখন, বিশেষে রাজার কুমারী। আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া! হর যে জনম ভিক্ষারি। ওগো! শ্মশানে মশানে, লৈয়ে যায় সে ধনে, আপনার গুণ কিছু জানেনা। আবার কোন লাজে হর, এসেছেন লইতে, জানেনা যে বিদায় দেবে না ॥

তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি! উপদেশ কহি তোমারে। কত বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ওই পদ, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে। কমলাকান্তের, নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবা থাকেনা। যদি জামাতা শঙ্করে, পার রাখিবারে, তবে তোমার গৌরী যাবে না ॥ ২৪৩ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ঢিমে তেতালা ॥

আমার গৌরীরে লয়ে যায়, হর আসিয়ে।
কি কর হে গিরিবর! রঙ্গ দেখ বসিয়ে ॥

বিনয় বচনে কত, বুঝাইলাম নানামত; শুনিয়া না শুনে কানে, ঢোল্যে পড়ে হাসিয়ে॥

একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার; পরিধান বাঘছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে। আমি হে রাজারনারী, ইহা কি সহিতে পারি, সোনার পুতলি দিলে পাথারে ভাষায়ে॥

শুনি গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়, অণিমাদি আছে যার, চরণে লোটায়ে। কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখর রাণি! পরম আনন্দে গো! তনয়া দেহ পাঠায়ে॥ ২৪৪॥

বিজয়া।

রাগিণী মুলতান। তাল জলদ তেতালা॥

ফিরে চাও, গো উমা! তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে, কোথা যাও, গো!॥

রতন ভবন মোর, আজি হৈলো অন্ধকার, ইথে কি রহিবে দেহে এছার জীবন। এই খানে দাঁড়াও উমা! বারেক দাড়াও মা। তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও, গো॥

দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ পানে। বোলে যাও আসিবে আর, কতদিনে এভবনে। কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও। বিধুমুখে মা বলিয়ে মায়েরে বুঝাও, গো॥ ২৪৫॥

ইতি শ্যামাবিষয়ক পদ সমাপ্তঃ॥

কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক পদ।

রাগিণী মুলতান। একতালা।

আমার গৌর নাচেরে যাচে হরিনাম সংকীর্ত্তন রস প্রকাশে। হরি হরি বলি, দেয় করতালি, কলি কলুষ নাশে॥

তড়িত পুঞ্জ জড়িত কায়, শরত ইন্দু বদন তায়; একি আনন্দ ভকত-বৃন্দ, মগন প্রেম-পাশে॥

ক্ষণে অচেতন অবশ অঙ্গ, ক্ষণে পুলকিত ভকত সঙ্গ; রাধা পুন-রাধ্য ভাব প্রসঙ্গ, প্রকট সুখ বিলাসে। নব কি নবকরে করঙ্গ, দণ্ডপাণি একি তরঙ্গ; কমলাকান্ত হেরি অনন্ত, মিনতি ভকত আশে॥ ২৪৬॥

রাগিণী দেশমল্লার। তালজলদ্ তেতালা।

জয় জয় মাধব মুকুন্দ মুরারি॥
জয় বৃন্দাবনচন্দ্র, জয় নন্দসুত, জয় বৃকভানু কুমারী॥
পীতাম্বর ধর, বনমালা ধর, বাধাধর বনোয়ারি।
ব্রজবনিতা সুখ, দায়ক নায়ক, জয় পীতম জয় প্যারী॥
জয় গোবিন্দ গোপাল, জনার্দ্দন জয় গোবর্দ্ধনধারী।
কমলাকান্ত অনন্ত সুখ দায়ক, মোহন রাসবিহারী॥ ২৪৭॥

রাগিণী পরজ। তাল ঢিমাতেতালা।

হে শ্যাম! পরম পুরুষ গুণধাম।
মম হৃদি সরোজ নিবাস বঁধু, পূরয় মনোভিরাম॥
গুণাকর গুণনিধি, সগুণ অগুণ বিধি, অতি অনুপম তুয়া নাম।
কমলাকান্ত জীবন ধন প্রাণ, তব গুণে রত বসু যাম॥ ২৪৮॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল একতালা।

পীরীতি না জানে কালা, গো সজনি! ॥
অকারণে ধনপ্রাণে, মজিল অবলা।
রতন বলিয়া গলে পরিলাম কলঙ্কের মালা ॥
অমৃত রুপিলে সখী, উপজে বিষের শাখী, কি জানে কুলের বালা।
কমলাকান্তের রীত, আগে না বুঝিয়ে, ঘটিল বিষম জ্বালা ॥ ২৪৯ ॥

রাগিণী ইমন্। তাল জলদ্ তেতালা।

সে নিদারুণ কালা, কেমনে জানিব আমি কুলের অবলা ॥
আগে যদি জানিতাম, তবে কেন মজিতাম; প্রেম নয়, হয় কিবল পরাণের জ্বালা ॥
যখন পীরিতি কর্‌লে, আনি চাঁদ হাতে দিলে, ভুলাইলে মধুর বচনে কুলবালা। কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো সজনি! শেষে ঘটাইলে মোরে, কলঙ্কের ডালা ॥ ২৫০ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

এখনি আসিবে বন্ধু, প্রাণসজনি।
সে তোমার অনুগত, আমি ভাল জানি ॥
এসো এসো বেশ, বানায়ে দিব মনের মত; আজু সে রসিকবর, সঙ্গে বুঝিবে রজনী ॥
পর পর কাজল রেখা দুটি নয়নে, ধর ধর অধর সুরঙ্গ রঙ্গিণী। কমলাকান্ত মিনতি রাখ সুন্দরি! যেমন সুন্দর শ্যাম, সখি সাজ গো! তেমনি ॥ ২৫১ ॥

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্‌তেতালা।

ও শ্যামবন্ধু! তোমায় না দেখিলে ঝুরে দুটি আঁখি। দেখিলে নয়ন জুড়ায়॥

না জানি কি মন্ত্র দিয়ে, বান্ধিলে প্রিয়ে, ও বিধুবদন খানি স্বপনে নিরখি॥

ঘরে গুরুজনার ভয়, কত ছলে কত কয়; শুনিয়ে না শুনি, হে মরমে মরে থাকি! তথাপি তোমার তরে, পরাণ যেমন করে, সুধাইও কমলাকান্তেরে রাখি সাখি॥ ২৫২॥

রাগিণী সরফরদা তাল জলদ্‌তেতালা।

শ্যাম কেন জানে না সখি রে! পীরিতি করিয়া তারে যতনে রাখিতে॥

বঁধু আপনি মজিল, আমারে মজাইল; আর কলঙ্ক করিল, নিলাজ বাঁশিতে, সই!॥

আমি যে সরলা নারী, এত কি বুঝিতে পারি; দেখিয়ে ভুলিলাম তারি, মজিলাম পীরিতে। কমলাকান্তের বাণী, শুন প্রাণ সজনি! এখন কি করিব নারী, নারিলাম চিনিতে॥ ২৫৩॥

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কি ক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল॥
তিলে না হেরিতে রূপ, অন্তরে পশিল॥
হেরিতে না পেলাম রূপ, তিলেক দাঁড়াইয়ে।
অবলার মনেরো দুঃখ, চিরদিন মনে রহিল॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন গো প্রাণ সজনি!
সখি! অকলঙ্ক কুলে, বুঝি কলঙ্ক ঘটিল॥ ২৫৪॥

রাগিণী ঝুমঝিঝিট্। তাল জলদ্‌তেতালা।

এতদিনে তোমারে জানিলাম।
জানিলাম যেমন আমার, সুহৃদ্ তুমি ওহে শ্যাম!॥
সুখের কারণ, জীবন যৌবন, ভাল জনারে সঁপিলাম॥
তুমি কর নাথ, মধুকর ব্রত, আগে যদি জানিতাম।
তবে কেন ভুলে, কালী দিতাম কুলে, মিছা কলঙ্কে ডুবিলাম॥
ভুলেছিলাম ভ্রমে, যত সুখ প্রেমে, এখন আমি বুঝিলাম।
কমলাকান্তের, অন্তর বাহির, ভাবিয়ে কালী হইলাম॥ ২৫৫॥

রাগিণী ইমন। তাল জলদ্ তেতালা।

সেইরূপে সদা মন ধায়।
আমি কি হেরিলাম যমুনা বিপিনে॥
মধুর মুরলি যে বিধু বদনে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, রূপ নিরূপম, কেন হেরিলাম, আমি কি করিলাম।
বঙ্কিম চাহনি চঞ্চল নয়নে॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো সজনি। আমি ভুলিলাম, সকলি সঁপিলাম। মজিলাম মজিলাম, নবঘন বরণে॥ ২৫৬॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল একতালা।

ওহে বঁধু! তোমার কি দোষ, তুমি কি করিবে পরবশ।
তোমারে পুরাতে হয়, অনেকেরই আশ॥

পুরুষ সুজন বট, কোন গুণে নহ খাট ; না বুঝে অবোধ লোক, করে অপযশ ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শ্যামগুণমণি ! মনের ভরমে কভু, মম গৃহে এসো ॥ ২৫৭ ॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল ঢিমা তেতালা।

কেন বা পিরীতি করিলাম, কপটেরি সনে।
না বুঝে আপনার দোষে, কলঙ্কে ডুবিলাম ॥
অমৃত বলিয়ে সখি ! গরল ভক্ষিলাম।
দিবা নিশি অবিরত, জ্বলিতে লাগিলাম ॥
কমলাকান্তের কথা, আগে না বুঝিলাম।
পরে কি করিব বশ, আপনা খোয়ালাম ॥ ২৫৮ ॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল জলদ্ তেতালা ॥

রতন বলিয়ে সখি ! যতন করিলাম তারে।
কে জানে পাষাণ হবে, দিন দুই তিন পরে ॥
শিশির শীতল অতি, শরীরের তাপ হরে।
নলিনী কি জানে শেষে, সমূলে বিনাশ করে ॥ ২৫৯ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ঢিমা তেতালা।

সাধ করে পিরীতি করিতে, যদি মিলন হয় সুজন সহিতে, সই !

আমার যেমন মন, সে যদি হয় এমন ; কি আর অধিক সুখ, এসুখ হইতে ॥

কি ক্ষণে হেরিলাম রূপ, সুধাময় রসকূপ ; সেই হইতে প্রাণ কান্দে, তাহারে দেখিতে ॥

কমলাকান্তের যদি, আনিয়া মিলায় বিধি, সেরূপ লাবণ্য নিধি, হৃদয়ে রাখিতে ॥ ২৬০ ॥

রাগিণী বাহার। তাল জলদ্ তেতালা।

বন্ধু! তুমি কয়েছিলে কালি এই কথা।

প্রিয়সি তোমার বই, আর কার নই, তবে এত রজনী বঞ্চিলে বল কোথা?

সাধিতে আপনার ফল, কত না চাতুরি বল, বুঝিলাম তোমার যেমন সুজনতা ॥

আপনি করিয়ে প্রেম রাখিতে রসরাজ! কেবল কলঙ্কডালা, মোর মাথে সাজাইলা, এই করিলে প্রাণ! খেয়ে মোর মাথা ॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে লম্পটরাজ! অবলা কুলের বালা, অধিক প্রেমের জ্বালা, অতি অনুচিত তব, সরলে শঠতা ॥ ২৬১ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্ তেতালা।

তোমারে আপনার কোরে, ভাবে যেই জন।
প্রাণ রে! তুমি তারে, কেন কর এত বিড়ম্বন ॥
এ কেমন প্রেম, উভয় মন সম নয়।
কেহ সুখভাগী, কেহ, দুঃখের কারণ ॥

যতনে রতন তরু করিলে সৃজন। ফল ফুল কালে তারে, নাকর সেচন। মুকুলে আকুল অতি, সংশয় জীবন। তুমি তার হিত আর করিবে কখন ॥ ২৬২ ॥

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্ তেতালা।

ইহারি কারণে সুপিলাম যৌবন জীবন প্রাণ।
পুরুষ রতন তুমি, রসিক সুজন ॥

কঠিন হৃদয় যার, সদাই চাতুরী তার, চিরদিন নাহি রয়, কুজনে মিলন। রসিকের এই গুণ, নবরস প্রতিদিন, কখন না হইবে, প্রেম পুরাতন ॥ ২৬৩ ॥

রাগিণী ললিত। তাল জলদ্ তেতালা।

কি লাগিয়ে প্রাণ প্রিয়ে মানিনী হয়েছ।
ও বিধুবদনি! কেন, মুখ মলিন করেছ ॥
চাতক ত্যজিয়ে ঘন, করে সর আরাধন, চকোর নিকর শশী, ত্যাগি কি দেখেছ! অলি কুমুদিনী বশ, কোথারে শুনেছ ॥ ২৬৪ ॥

রাগিণী আলেয়া। তাল জলদ্ তেতালা ॥

এখন কি করিবে অলিরাজ! হৃদয়ে বেন্ধেছে কমলিনী। প্রতি-দিন এই নিশি, মোরে দেখে হাসে শশী, তুমি থাক লৈয়ে কুমুদিনী ॥
দিন অবসান কালে, আসিয়ে মিলিয়ে ছিলে, জাননা হইবে নিশি মুদিত নলিনী। পেয়েছি আপনার বশ, আজু পূরাইব আশ, না ছাড়িব ওহে বঁধু! থাকিতে যামিনী ॥ ২৬৫ ॥

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

বদন সরোজ কি শশী? প্রিয়সি তোমার, হে!
নয়ন চকোর ভ্রমর, উভয়ের মিলন ॥
কজ্জল জল, কিব্যোম সম কুন্তল, মধু কি সুধা মিলিত বচন।
চন্দন বিন্দু ইন্দু সম নিন্দে, সিন্দূরো তিমির বিনাশন। কমলা-কান্ত ওরূপ নিরখিয়ে, বুঝিতে নাপারে কি রজনী দিন ॥ ২৬৬ ॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

পিরীতি রতন, কহ সখি! কেমনে রাখিব।
আমার যেমন মন, সে নহে তেমন॥
মনে মনে সাধ, ছিল মোর সরল অন্তর যার, তারি সনে করিব মিলন। আরে প্রাণ সখি! কে জানে শঠের সঙ্গে, দহিবে জীবন॥
মান অপমান, না ভাবিয়ে তাহার অধিনী হৈয়ে, তারি সুখে দুঃখ নিবারণ। কমলাকান্তেরে কৈয়ো এই নিবেদন॥ ২৬৭॥

রাগিণী বেহাগড়া। তাল ছেব্কা।

শ্যাম নাজানি কেন বঁধু দগধে আমায়।
পেয়ে সে কেমন রস, যদি শ্যাম পরবশ, তবে কেন আমারে জাগায়॥
ভ্রমর নিকুঞ্জ বনে, মজিল আসব পানে, মাতিল মদন মধুবায়। প্রেমদায়ী সুখ-নিশি, বিষ বরিষয়ে শশী, এখন আমি কি করি উপায়॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো সজনী! হৃদয়ে হৃদাম্ব শ্যামরায়। নাজানি নিতান্ত সদয় হয়েছে কোনজনে, মোরে বধি কাহারে জুড়ায়॥ ২৬৮॥

রাগিণী খাম্বাজ বাহার। তাল জলদ্ তেতালা।

কার সঙ্গে রজনী জাগিয়ে অঙ্গ তোমার।
হৃদি নখ ছিন্ন ভিন্ন তনু অতি, হেরি মন ভ্রান্তি আমার॥
কার নয়নের অঞ্জন বয়ানে পরেছ হে! রসিকের এই ব্যবহার! পীতাম্বর পরিহরি, পর পরিধেয় পরি, বাসনা পুরাইলে কার॥
তোমার ললাটে যাবক, পাবক নিন্দিত খণ্ডিত গজমতিহার। কমলাকান্ত এসেছ নিশি বঞ্চিয়ে, নিজগুণ করিয়ে প্রচার॥ ২৬৯॥

ইতি পদাবলি সমাপ্তঃ॥



